সুধীর রায়	(U. L. A.)	২৲
অশোক ব্যানার্জি	(")	২৲
প্রবোধ মিত্র	(")	১৲
গোলক মল্লিক	(")	১৲
বিজয় মুখার্জি	(")	১৲
সুরেশচন্দ্র বাসু	(")	১৲
এ, কে, রায়	(")	১৲
Mr. Viswanathan	(")	1/-
Mr. V. P. Ramani	(")	2/-
অমল ঘোষ	(U. L. A.)	২৲
পি, কে, মুখার্জি	(")	১৲
G. Ranganath	(Lake Terrace)	5/-
জে, এন, মুখার্জি	(ষ্ট্রাণ্ড রোড)	১৫৲
শিবপ্রসাদ মুখার্জি	(কোন্নগর)	২৲
এস, কে, সিংহ		২৲
পি, কে, মণ্ডল	U. L. A.	১৲
এল, কে, বসু	(")	১৲
সুরেশ ব্যানার্জি	(")	২৲

সত্যভামা

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

প্রণীত

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনী—

বড়দিন শুক্রবার ১০ই পৌষ, ১৩৩২ সাল

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

প্রকাশক—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ,

শিশির পাবলিশিং হাউস,

৫৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
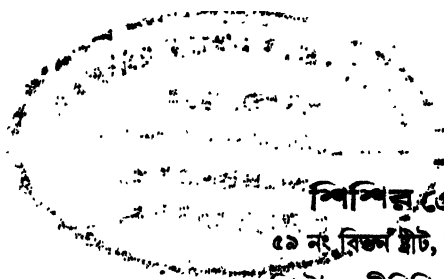
শিশির প্রেস,

৫৭ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশিশিরকুমার বসু।

ভূমিকা

এই নাটক গঠনে আমি প্রধানতঃ মহাত্মা কাশীরাম দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। ইহার ঘটনাবস্তুর পৌরাণিক মূল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কিছু প্রয়োজন আছে, এরূপ আমি মনে করি না। আশা করি পাঠক এবং দর্শক আমার এই কৈফিয়ৎ লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন।

সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস্, সি, এই নাটকখানিকে প্রয়োগোপযোগিকরণে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তিনি যে পরিমাণ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। এজন্ত তাঁহার নিকট যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ রহিলাম।

অভিনয়কালে কার্য্যসৌকার্য্যার্থ ইহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অলমতিবিস্তারেণ।

বিনীত

গ্রন্থকার।
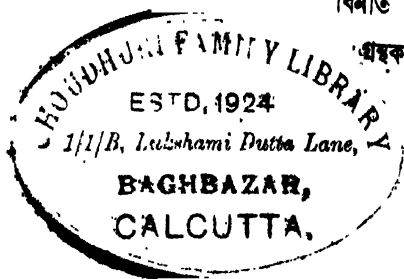
প্রথম অভিনয়-রজনীর ভুমিকালিপি।

নারদ	...	...	শ্রীমন্মনাথ পাল। (হাঁদু পাল)
শ্রীকৃষ্ণ	...	...	শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
উদ্ধব	...	...	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
সাত্যকী	...	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
প্রদ্যুম্ন	...	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
শাম্ব	...	...	শ্রীপাঁচুগোপাল দাস।
মধুকর	...	...	শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।
নট	...	...	শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।
প্রতিহারী	...	...	শ্রীকালীদাস গোস্বামী।

পুরোবাসীগণ
নাগরিকগণ
ইত্যাদি।

সত্যভামা	...	...	শ্রীমতী সুবাসিনী।
রুক্মিণী	...	...	" শশিমুখী।
কালিন্দী	...	...	" কুমুদিনী।
জাম্বুবতী	...	...	" আশমানতারা।
নটী	...	...	" নবতারা।

যদুবালকগণ
শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ
গোয়ালিনীগণ
পুরনারীগণ
সখিগণ ইত্যাদি।

শ্রীমতী মতীবালা, শ্রীমতী ননীবালা শ্রীমতী সত্যবালা, শ্রীমতী মনোরমা (৩) শ্রীমতী রেণুবালা (১) শ্রীমতী বেণুবালা (২) শ্রীমতী পটলসুন্দরী, শ্রীমতী মহামায়া শ্রীমতী পান্নারাণী, শ্রীমতী বিণাপাণী, শ্রীমতী তারকদাসী, শ্রীমতী গৌরী, শ্রীমতী ভবানীবালা, শ্রীমতী অমিয়বালা শ্রীমতী উষারাণী ইত্যাদি ইত্যাদি—

মিনার্ভা থিয়েটার

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ।
রিহার্স্যাল মাষ্টার	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল। (হাঁতুবাবু)
অপেরা মাষ্টার	...	শ্রীভূতনাথ দাস।
নৃত্য শিক্ষক	...	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। (কড়িবাবু)
বংশীবাদক	...	শ্রীলালবিহারী ঘোষ।
হারমোনিয়ম বাদক	...	এ, সি পাল। (বিদ্যাভূষণ)
ষ্টেজ ম্যানেজার	...	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু। (পটল বসু)
সঙ্গতকারক	....	শ্রীনূর্টবিহারী মিত্র।
স্মারক	...	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু।

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—
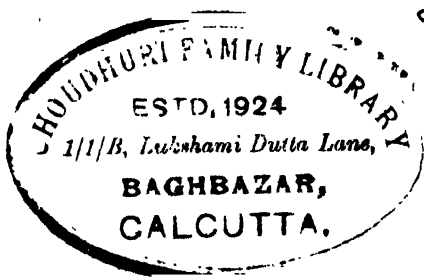
যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচামিমাং প্রসুপ্তাম্

সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।

অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্

প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥

পাত্রপাত্রিগণ।

পুরুষগণ—

শ্রীকৃষ্ণ

নারদ

প্রদ্যুম্ন

সাত্যকি

শাম্ব

মধুকর (নারদের শিষ্য), নট, প্রতিহারী, রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণগণ, পুরবাসিগণ, যদুবালকগণ, ঋষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ—

রুক্মিণী

সত্যভামা

কালিন্দী

অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ, নটী, পুরবাসিনীগণ, সখীগণ, গোয়ালিনীগণ ইত্যাদি।
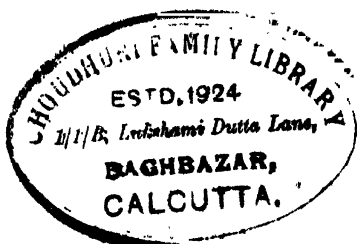
সত্যভামা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যানবাটিকা।

মর্ম্মর-বেদিকার উপর শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা, জাম্বুবতী, ও কালিন্দী অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত, অন্যান্য কতিপয় মহিষী ও পুরবাসিনীগণ স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছেন।

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চহাস্য)

শ্রীকৃষ্ণ। (সত্যভামার প্রতি)—প্রেয়সী, তোমার হার হয়েছে।

সত্যভামা। ইস্ হার হয়েছে! তুমি খেলা চুরি কর্লে তাইতো আমি হারলুম। নইলে আমি কক্ষনো হারতুম না।

কালিন্দী। আলবৎ নয়, কিছুতে নয়। ছিঃ প্রভু, আপনার এই কাজ!

শ্রীকৃষ্ণ। সেকি প্রিয়ে! আমি খেলা চুরি কর্লুম? আমি চুরি কর্লে কি আর জাম্বুবতী কালিন্দী এরা সব দেখতে পেত না?

কালিন্দী। করেছেন তো, আমি দেখেছি তো।

সত্যভামা। হুঁ দেখতে পেলেই এরা বলবে কিনা আমায়? দায় পড়ে গেছে এদের! তেম্নি ভালবাসে বটে সবাই আমাকে!

জাম্বুবতী। সে কি দিদি! দেখতে পেলে আর বলতুম না? অবশ্য বলতুম।

কালিন্দী। হুঁ বলতে! সখীকে আমার তেম্নি বোকা পেয়েছ কিনা!

সত্যভামা। জানি গো জানি। তোমরা সবাই ষড়যন্ত্র করেছ আমাকে জব্দ করবার জন্য। তোমাদের কাউকে আমার জানতে বাকী নাই।

কালিন্দী। ঠিক, ঠিক বলেছ সখী। তুমি এদের কাউকে বিশ্বাস করো না। দেখেছ না সব মুখ টিপে টিপে হাসছে।

জাম্বুবতী। আচ্ছা এর জন্য তুমি এত রাগইবা কর্চ্ছ কেন? খেলতে গেলে এক পক্ষকে তো হারতেই হবে।

কালিন্দী। তুমি বল্লেই হবে কিনা! না সখী কক্ষনো হবে না। দু'পক্ষই জিতবে।

সত্যভামা। হয় হবে, তোমাদের তা'তে কি? তোমরা কেন আমার পেছনে লাগবে বল দেখি? এম্নি আমার কপাল, যার যা মুখে আসবে তাই আমায় বলবে, আর উনি শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসবেন! কাউকে বারণ কর্ত্তে পারবেন না! আমার ঝকমারি

হয়েছিল আমি খেলতে বসেছিলুম। আজ দিব্বি গালছি, আর কক্ষণো খেলব না—কক্ষণো না, কক্ষেণো না, কক্ষণো না।

(ক্রোধভরে প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। ছিঃ সত্যভামা, এত ছেলে মানুষ তুমি। আঃ দাঁড়াও—

(শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পশ্চাদ্গমন করিলেন।)

কালিন্দী। ঠিক তো। এমন অবস্থায় কোন ভদ্রলোক আর খেলতে পারে ?

জাম্বুবতী। মানের ঘটা দেখছ ?

কালিন্দী। চল এইবার মান ভঞ্জন দেখি গে। উনি ঘাড় বাঁকিয়ে বলবেন—"যাও!"—ইনি পায়ে ধরে নাকি স্বরে বলবেন "প্রেঁয়ঁসীঁ" !

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ !

(জাম্বুবতী ও কালিন্দীর প্রস্থান)

পুরবাসিনীগণ। গীত।

মানিনী মান করেছে !
হিয়ায় হিয়ায় বুঝি টান পড়েছে,—
তাই আঁখি হতে মতিহার ঝরেছে।

দয়িত বুঝি তার ধরেছে পায়,
তার বুক ফাটে প্রাণ বুঝি যায়,
বুঝি মুখে কথা না জুয়ায়,
বুঝি সে মরমে মরেছে—
সে যে পীরিতি গরল পান করেছে ॥

(সকলের প্রস্থান)

(শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। সুহাসিনী! তুমি আমি নহি স্বতন্তর।
তব প্রেম পাশে বদ্ধ আমি চিরদিন,
অদেয় তোমারে বল কি আছে আমার?
ভালমতে জান তুমি আপনার মনে
কত ভালবাসি আমি তোমারে কল্যাণী।
হের, তব লাগি দেবরাজে করিনু লাঞ্ছনা,
লুঠিয়া আনিনু পারিজাত
অমরার সে চির-বাঞ্ছিত।
তুমি যদি চাহ,
উপহার দিব আনি ও পদ-কমলে
ত্রিভুবন।—তবু কেন বোঝনা বেদনা?
কেন কর বৃথা অভিমান?

সত্যভামা। যাও যাও, ভাল জানি আমি তব ছলা।—
ভালবাস তুমি মোরে? ভাল যদি বাস

তবে কেন মোর ষোড়শ সহস্র সঙ্গিনী ?
আরো কত আছে দাসী—রূপসী—যুবতী !
হেন ভালবাসা কোথা শিখেছিলে ?
হে নিঠুর ! ভালবাসা কোমল কুসুম,
পাষাণে কি ফোটে ?

শ্রীকৃষ্ণ। এমনি অদৃষ্ট মোর !—
প্রাণ ঢেলে দিই যার পায়,
সেই মোরে দেয় অপবাদ।
আছে বটে মোর ষোড়শ সহস্র নারী,
—যুগে যুগে এ সংসারে
যত নারী পতিরূপে চেয়েছে আমারে
সবাকার করে করিয়াছি আত্মসমর্পণ—
কিন্তু বল দেখি ভালবাসি বেশী কারে ?
কেবা মোর হৃদয়ের অধীশ্বরী,
কণ্ঠহার, কৌস্তুভ রতন ? সে কি তুমি নহ ?
এই পারিজাত, ইন্দ্রাণীর গরবের ধন
পাইত কি আর কেহ ?

সত্যভামা। হে সুন্দর ! বুঝাইয়া দাও যবে, বুঝি।
কিন্তু হায় ! কেন তুমি এত অহীয়ান ?
আমি চাই, প্রিয়তম,
তোমারে ভাবিতে চিতে নিতান্ত আপন,—

তব রূপ, তব প্রেম, তোমার মহিমা
পূজি নিত্য নিরালায় গোপন মন্দিরে—
কিন্তু কৈ পারি ? কৈ ধরা দাও ?
আঁখি মেলি যেই দিকে চাই—
হেরি, রূপ তব ছড়াইয়া গেছে
এ বিশ্ব-ভুবনে,—আকাশের নীলিমায়
জলদ-বরণে, শ্যাম বনানীর বুকে
নীলাম্বু-নর্ত্তনে। প্রেম তব
আপামর সাধারণ, দেবতা মণ্ডল
সকলের ধন। হে করুণাময়!
করুণা তোমার হীন পশু সেও ভুঞ্জে।
চেয়ে দেখি আপনার পানে—
আপনার কিছু নাহি মোর,—
অতি ক্ষুদ্র বক্ষ এই, এক ফোঁটা,—তাও
ধরিয়া রাখিতে নারে।
সত্যভামা চাহে সত্য—
কিন্তু এযে দেব কল্পনা অতীত।

সত্যভামা! নিতান্ত বালিকা তুমি,
তাই হেন করিতেছ ভ্রম।
শোন প্রিয়ে, সত্য কহিতেছি—
আমি তোমার—তোমার—তোমার।

সত্যভামা। গীত।

হে প্রিয়! নিতি নিতি কেন ছলনা, বলনা!
(তুমি) নিঠুর কপট শঠ লম্পট, চাতুরী তোমার সখা গেলনা!
আমি হিমকণা, তরুণ তপন-ছবি তুমি হে!
মলয়ানিল, সখা, আকাশে ছড়ায়ে যাও,
সোহাগে ফুলকলি চুমি হে—
আমি ধরি ধরি ধরি ধরি ধরিতে নারি—
তুমি হৃদয়-কপাট কেন খোল না?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। ভকতবৎসল! সমাগত
দেবর্ষি নারদ ভকত-প্রধান।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! দেবর্ষি নারদ
সমাগত পুরে! আজি শুভদিন,
ভাগ্যবশে মিলিয়াছে হেন অভ্যাগত
ত্রিলোক-পূজিত। চল প্রিয়ে,
পূজা করি তাঁর করি সমাদরে।

প্রতিহারী। ওই আসিছেন তিনি।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

(নারদ ও মধুকরের প্রবেশ)

নারদ হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

স্বাগত হে দেবর্ষি নারদ!
আজি সুপ্রভাত—তোমারে পাইনু ঘরে,
তিন লোক নিত্য যাঁর যাচে পদধূলি।
লহ মম নতি। কহ মুনিবর
তপস্যার কুশল তো সব?
পুরন্দর দেবলোক আছেন কুশলে।

নারদ। জগন্নাথ! প্রণাম চরণে।
তুমি পূজ্য, তুমি হে পূজক—
আপনারে আপনি প্রণাম কর।
সকল মঙ্গল-হেতু তুমি,—
তোমার কৃপায় তপস্যার
কুশল সকলি। দেবলোকে
নিত্য বহে আনন্দের ধারা।

সত্যভামা। হে দেবর্ষি!—

নারদ। কে, মাতা! দেহ পদধূলি—

সত্যভামা না না, তোমার চরণে মম নতি,
আশীর্ব্বাদ যাচিছে তোমার।

হে নারদ! তব সাথী কে এই বালক
প্রিয়দরশন? সুকুমার মুখকান্তি হেরি
বড় প্রীতি উপজিল মনে।

নারদ অনাথ এ, মধুকর নাম,
নাহি ধাম, নাহি কেহ আপনার জন।—
ভাবুক উন্মাদ, ভাবের আবেশে
গাহে গান আপনার মনে,
ফিরে বনে বনে,
অনাথের নাথে খুঁজিয়া বেড়ায়।—
ধরামাঝে কুড়ায়ে পেয়েছি,
আনিয়াছি দিতে উপহার।
মধুকর! করহ প্রণাম।

মধুকর। গীত।

জয় যদুকুলপতি অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র!
চাহি মকরন্দ ফিরে অন্ধ মম মানস-মধুপ—
দেখাও হে পদারবিন্দ।

জয় সন্তান-পালিনী জননী ! লোকপালিনী !
(হের) ধূলি-ধূসরিত শিশু চরণতলে লুটাইছে ধরণী—
কর করুণা, দেহ মা পরমানন্দ।
জয় গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ !

শ্রীকৃষ্ণ।　হে বালক ! আনন্দ করিলে তুমি দান—
মনস্কাম পূর্ণ হোক তব।

সত্যভামা।　মধুকর !
নহে মধু, কণ্ঠে তব অমিয়-নির্ঝর।
আজি হতে তুমি সন্তান আমার,—
মাতৃস্নেহ-সুধা কামনা যদ্যপি,
আয় বৎস, করাইব পান।
চল দেব মুনিরে লইয়ে
মন্দিরে আমার,
পূজা তাঁর করি সযতনে।
চল মুনিবর।

(সকলের প্রস্থান

(নটের প্রবেশ)

[নট চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই—ইঙ্গিতে নটীকে ডাকিল।]

(নটীর প্রবেশ)

নটী।　কেন সখা ডাকিলে আমায় ?

নট। খেলিতে নূতন অভিমান খেলা—
আজিকে শিখেছি—দেবী সত্যভামা
দেখিলাম খেলিছেন প্রভুর সহিত।
আয় সখি খেলি আজ,
কালি দেখাইব প্রমোদভবনে—
আনন্দিত হইবেন প্রভু,
পুরস্কার মিলিবে প্রচুর।

নটী। অভিমান নহে খেলা,
শেষে টানাটানি প্রাণ লয়ে।

নট। হয় হোক, আয় খেলি।

নটী। ভাল, আমি মানভরে বসিলাম তবে।

(মর্ম্মর-বেদীর উপর উপবেশন)

দ্বৈত গীত।

নট। রূপসী! ও প্রেয়সী! করিস কেন মান?
মাথা খাও, মুখ তুলে চাও, প্রেম করলো দান।

নটী। যাও যাও, কেন জ্বালাও? তোমার প্রাণে নাইক টান,
তুমি নিঠুর কপট শঠ লম্পট,
তোমার ধূকথার গু ভাণ।

নট। আমার প্রাণ করে আন্ চান্—

নটী। আমার প্রাণ করে আন্ চান্—

উভয়ে। কেন বোঝনা ব্যাথা, কেন মজাও ?

কেন তাকাও চোখে বাণ ?

* * *

নটী। প্রাণনাথ ! ও প্রাণনাথ ! মিটাও আমার সাধ—

মোরে এনে দাও পারিজাত।

নট। নইলে ?

নটী। নইলে গলায় কলসী বেঁধে মরব আমি ঘটবে পরমাদ।

নট। ভাল দিচ্ছি এনে এখুনি—

তুমি আগে তো কথনো দেখনি—

একটু সবুর ও প্রেয়সী ! বাড়ায়োনা বিবাদ –

(একটী কচুগাছ আনিয়া দিল)

উভয়ে। যেমন তুমি তেম্নি আমি তেম্নি পারিজাত

তেম্নি মোদের মানের পালা—হল রণ অবসান।

(উভয়ের প্রস্থান)

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্যভামা। বড়ই আনন্দ মোরে দিয়াছে বালক।

নিতান্ত আপন করি রাখিব তাহারে,

নিত্য নিত্য সঙ্গোপনে সুধাকণ্ঠে তার—

শুনিব প্রফুল্ল গুণ গান,—

আনন্দে ডুবিয়া রব।

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী। প্রাণের ভগিনী!
শুভদিন সমাগত আজি—
বৈষ্ণব-প্রধান দেবর্ষি নারদ
পদধূলি দিয়াছেন পুরে।

সত্যভামা। জানি। নিজে তিনি পুরি প্রবেশিয়া
প্রথমে আমার গৃহে প্রভুর সহিত
পাদ্য-অর্ঘ্য করিলা গ্রহণ।

রুক্মিণী। ভাগ্যবতী তুমি। শোন বোন,
যদুপতি প্রেরিলেন মোরে
লইতে তোমারে। বাসনা তাঁহার
পরিজনে পরিবৃত হয়ে পূজিবেন তাঁরে।—
রাজা তিনি—রাজার কর্ত্তব্য
অবশ্য করিতে হবে।

সত্যভামা। হাসি পায়। জ্ঞান হয় বুদ্ধিবিপর্য্যয়
ঘটেছে তোমার। রাজার মহিষী আমি,
রাজার নন্দিনী—রাজার কর্ত্তব্য
আমি কি জানিনা?
যেতে হয় নিজেই যাইব আমি।

রুক্মিণী। এসো বোন, এসো ত্বরা করি।
তুষ্ট হলে ভকত-প্রধান,
তুষ্ট হইবেন জগন্নাথ—
জীবন সফল হবে তায়।
তাই বলি, বিলম্ব করো না।

সত্যভামা। বুঝিয়াছি।
তুমি আদরিণী প্রধানা মহিষী—
পরিজন সবে তোমার অধীন,
তব আজ্ঞাকারী—
তাই তব বিলম্ব না সহে,—
দেখাইতে চাহ তুমি আপন প্রতাপ।
যাও, যাইব না আমি।

রুক্মিণী। ভুল নাহি বোঝ।
তুমি মম সোদরা সমান,
আমি তব সুখ-দুঃখ-ভাগী,
নিত্য চাহি মঙ্গল তোমার।
তাই প্রভুর আদেশে
আসিয়াছি তোমারে লইতে।
জাম্বুবতী নগ্নজিতা কালিন্দী রূপসী,
আর আর যতেক মহিষী
সবে আসিয়াছে—শুধু তুমি নাই।

ভাগ্যবতী তুমি সতী পতিসোহাগিনী,
শ্রীনিবাস প্রীত অতিশয় তোমা প্রতি।
সেই প্রীতি যাহে এতটুকু
ক্ষুণ্ণ নাহি হয়, তাই চাই।

সত্যভামা। ভাগ্যবতী আমি?
তুমি বুঝি নহ ভাগ্যবতী?
সতিনী বলিয়া এত ঈর্ষা ভাল নয়।
দেখিয়াছি আমি, যেই দিন হতে
পারিজাত আসিয়াছে পুরে
জ্বলিতেছে সবাকার প্রাণ।
ইথে আমার কি দোষ?
তোমা সবে জনে জনে কেন নাহি চাহ
যাহা অভিলাষ? আমি কি হয়েছি বাদী?

রুক্মিণী। ছি ভগিনী! শিশু সম
একি কহিতেছ? করহ প্রত্যয়
বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নাহি মোর মনে।

সত্যভামা। যাও যাও, বুঝিয়াছি।—
মোর তরে ভাবিতে হবে না কারে,—
প্রয়োজন হ'লে আমি নিজেই যাইব।

রুক্মিণী। ভাল, কর যাহা তব অভিরুচি।

(রুক্মিণীর প্রস্থান)

সত্যভামা। যাই, সঙ্গোপনে দেখি
কোন কার্য্য করেন মাধব,
পৌরজন সবে কোন জন কিবা কহে,
কার সনে কার কোন্দল বাধায় মুণি।

(প্রস্থান)

(ঢেঁকী আরোহণে যদুবালকগণের প্রবেশ)

যদুবালকগণ। গীত।

আমরা সব ঘোড়া ছেড়ে ঢেঁকী চড়েছি,
এবার বাজিয়ে বীণা ফিরব দেশে দেশে মনে করেছি।
বাধায়ে কোঁদল ঘরে ঘরে দেখব কত মজা,—
ছাড়ব না খোকাখুকী, বুড়োবুড়ী, মজুর কি রাজা ;—
মাগীরা বাঁধবে কোমর,—মিন্সেদের ভাংব গুমর ভেবেছি—
তাই রং বেরংয়ের ঢেঁকী গড়েছি।
রথগুলো সব নেহাৎ সেকেলে, ঘোড়া ছোঁড়ে চাট,—
আরে ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ!
সোণার ঢেঁকী কয়না কথা, গুণের নাইক ঘাট—
দেখনা কেমন ছুটিয়ে চলেছি!
চলনা ও রূপসী! ভয় কি? আমরা বাগিয়ে লাগাম ধরেছি।

(প্রস্থান)

(নারদ ও সাত্যকীর প্রবেশ)

নারদ। আমি তো জানি সাত্যকী, এ রাজ্যে বীর যদি কেউ থাকে তো দু'জন—তুমি আর প্রদ্যুম্ন।

সাত্যকী। সে কি দেবর্ষি, প্রদ্যুম্নকে আপনি বীর বলেন! — প্রভুর পুত্র বলেই তাকে বীর বলে স্বীকার কর্ত্তে হবে?

নারদ। আমার বলা না বলায় আর কি এসে যাচ্ছে বাপু? যাঁর বলায় আসে যায় তিনি স্বয়ং যে বলেন—প্রভু বলেন—

সাত্যকী। আপনি কি বলছেন? প্রভু বলেন প্রদ্যুম্ন বীর?

(নারদ শিরঃ সঞ্চালন করিল)

তিনি কি জানেন না তিনি যখন সেদিন পারিজাত আনতে গিয়ে দেবরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখন সে প্রাণভয়ে একটা পাল মুড়ি দিয়ে আমার আড়ালে এসে লুকিয়েছিল।

নারদ। ভারি আশ্চর্য্য তো! তোমার সম্বন্ধেও প্রদ্যুম্নের ঠিক ঐরূপ মত—

সাতকী। ওঃ সেই কাপুরুষ, নীচ, বর্ব্বর—

নারদ। ঠিক ঠিক—একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে —

সাত্যকী। ভীরু, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য—

নারদ। ওঃ তুমি তাহলে শুনেছ তোমার সম্বন্ধে সে যা বলেছে!

সাত্যকী। কি! সে আপনার কাছে আমায় গালাগাল দিয়েছে?

নারদ। তা বাপু, ওই সব কথাগুলো যে নিছক স্তুতিবাদ তাই বা কেমন করে বলি? আর এর ওর কাছে বলে বেড়ানর চেয়ে আমার কাছে বলে এমনইবা কি অন্যায় করেছে? তবু ও তো তুমি জানতে পার্লে?

সাত্যকী। নাঃ এ অসহ্য। আমি এখুনি তাকে এই ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দেব।

(প্রস্থান)

নারদ। সাত্যকী! সাত্যকী! যেওনা, শোন, শোন—কলহ করো না!—নাঃ চলে গেল। এরা দেখছি নিতান্ত কলহপ্রিয়।

(অপরদিক হইতে প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। দেবর্ষি! প্রণাম।

নারদ। এই যে প্রদ্যুম্ন!—এসো এসো। এইমাত্র সাত্যকীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল—তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

প্রদ্যুম্ন। সাত্যকী? ফুঃ! তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছে না।

নারদ। সে কিন্তু তোমায় খুঁজতে গেছে।

প্রদ্যুম্ন। সে আমায় খুঁজছে! কেন?

নারদ। এমন কিছু না—এই, আমি বলছিলেম কি—এ রাজ্যে বীর যদি কেউ থাকে তো তোমরা দু'জন—তুমি আর সাত্যকী—

প্রদ্যুম্ন। সাত্যকী? সাত্যকী বীর? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

নারদ। বীর নয়?

প্রদ্যুম্ন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! সাত্যকী বীর! পরম হাস্যকর! এ উদ্ভট ধারণা আপনার কেমন করে হ'ল ঠাকুর?

নারদ। আমার ধারণায় আর কি এসে যাচ্ছে বাপু? যাঁর ধারণায় আসে যায় তিনি যে বলেন – স্বয়ং প্রভু যে বলেন।

প্রদ্যুম্ন। সে কি ঠাকুর! আপনি কি বলছেন! পিতা বলেন সাত্যকী বীর? পিতা বলেন—ওঃ সেই নরাধম, কাপুরুষ বর্ব্বর—

(নারদ শিরঃ সঞ্চালন করিল)

নারদ। ভারি আশ্চর্য্য! সাত্যকীও তোমার সম্বন্ধে ঠিক ঐরূপ কতকগুলি অপভাষা প্রয়োগ কর্চ্ছিল—

প্রদ্যুম্ন। বানর, মূর্খ, অর্ব্বাচীন—

নারদ। ঠিক ঠিক—একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন। পাষণ্ড ভীরু অকর্ম্মণ্য—

নারদ। তুমি তা হলে শুনেছ সে তোমার সম্বন্ধে যা যা বলেছে!

প্রদ্যুম্ন। কি! সে আপনার কাছে আমায় গালাগাল দিয়েছে?

নারদ। তা বাপু, ওই কথাগুলো যদি গালাগাল হয় তবে জেনে শুনে 'না' বলি কি করে?

প্রদ্যুম্ন। নাঃ এ অসহ্য। আমি এখুনি তা'কে এর উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করব।

(প্রস্থান)

নারদ। প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! যেওনা যেওনা শোন—নাঃ কলহ-প্রিয়তায় এও তায় চেয়ে কিছু কম যায় না। মূর্খ লোকে আমাকে অপবাদ দেয় আমি কোঁদল বাধাই। তারা বোঝে না যে তারা নিজেরাই তাদের হিমাচল প্রমাণ মূর্খতা এবং অহঙ্কার নিয়ে সর্ব্বদা কলহের ছিদ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার অপরাধ আমি তাদের দেখলে একটু চোখ ফুটিয়ে দেবার লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পারি না। কিন্তু অন্ধের চোখ সহজে কি ফোটে?—মধুকর! মধুকর!

(মধুকরের প্রবেশ)

মধুকর। প্রভু!

নারদ। তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি—মনোযোগ দিয়ে শোন। সাত্যকী এবং প্রদ্যুম্ন পরস্পরের সহিত কলহ করবার জন্য পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা অচিরে আমার

অনুসন্ধানে এইখানে আসবে। তারা উভয়েই যোদ্ধা—তাদের দেখলেই তুমি চিনতে পারবে—দেখো তারা যেন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়।

মধুকর। যে আজ্ঞে।

নারদ। পারবে ?

মধুকর। প্রভু, আমি নিমিত্ত মাত্র।

নারদ। উত্তম, তুমিই পারবে

(প্রস্থান)

মধুকর। (স্বগত)—অনাথের নাথ দয়াল ঠাকুরকে দেখলেম্ কিন্তু চিনতে পারলেম না। জগন্নাথ! সত্যই তুমি অবোধ্য অজ্ঞেয়। তাহ'লে ছেলেবেলা থেকে যা শুনে আসছি তাই কি ঠিক ?—

"একা ভার্য্যা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া"—

এক সঙ্গিনী তোমার সরস্বতী যিনি বাঙ্‌ময়ী, আর এক সঙ্গিনী লক্ষ্মী যিনি চির চঞ্চলা—

"পুত্রস্ত্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ"—

পুত্র তোমার মন্মথ যার অত্যাচারে ত্রিভুবন ত্রাহী ডাক ছাড়ছে, স্বয়ং যোগীশ্বরের পর্য্যন্ত যোগ ভঙ্গ হয়—

"শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনঃ পন্নাগারিঃ"—

আর কোথাও প্রভু শোবার জায়গা পেলে না, শেষ নাগ যার নিশ্বাসের বিষে চরাচর দগ্ধ হয়ে যায় তার উপর শয্যা বিছিয়ে দিলে। বাসস্থান জুটল না তাই ক্ষীরোদ সমুদ্রে

গিয়ে বাস বাস কর্লে! বাহন জুটল না, তাই গরুড় হ'ল তোমার বাহন!—তাই কি প্রভু—

"স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ।"—

নিজের ঘরের কথা ভেবে ভেবে একেবারে কাঠ হয়ে গেছ? দারুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছ?

(বিপরীত দিক হইতে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকীর প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। এই যে সাত্যকী—

সাত্যকী। এই যে প্রদ্যুম্ন—

প্রদ্যুম্ন। তারপর?

সাত্যকী। বল—তারপর?

প্রদ্যুম্ন। না, কোন কথা নয়—এসো যুদ্ধ কর।

সাত্যকী। এসো আমি প্রস্তুত?

(উভয়ে তরবারি কোষমুক্ত করিল)

মধুকর। (কথকদের ন্যায় সুরে)—

জাম্বুদ্বীপের এক বনমধ্যে দু'টী পুংমহিষ বাস কর্ত্ত। তা'দের উভয়ের বিশ্বাস ছিল তা'দের ন্যায় শক্তিশালী আর কোন মহিষ পৃথিবীতে নাই।

প্রদ্যুম্ন। কে এ? কি বলছে?

সাত্যকী। তাইতো!

মধুকর। বনমধ্যে ভ্রমণ কর্ত্তে কর্ত্তে তাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে উভয়েই ক্রোধে গর্জ্জন কর্ত্তে থাকত—

সাত্যকী। কি বলে?

মধুকর। —এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে শৃঙ্গ ঘর্ষণ কর্ত্তে থাকত।

প্রদ্যুম্ন। বালক, তুমি কে?

সাত্যকী। কি বলছ?

মধুকর। আমি মধুকর—বলছি একটা কাহিনী।—তৎপর একদা উভয়ে উভয়ের আক্রমণে ভগ্নশৃঙ্গ হয়ে প্রাণত্যাগ কর্লে। তখন—

সাত্যকী। প্রদ্যুম্ন, এ বালক আমাদের সহিত রহস্য কর্চ্ছে।

মধুকর। —তখন—

প্রদ্যুম্ন। তাই দেখছি।

মধুকর। —তখন কাক শকুনী গৃধিনী শৃগাল কুক্কুরাদি পশুপক্ষীগণ সানন্দে তা'দের শব ভক্ষণ করে পরম পরিতৃপ্ত হ'ল।

প্রদ্যুম্ন। বালক, তোমার নাম বলছ মধুকর, কিন্তু মধু তো কৈ দেখতে পাচ্ছি না।

সাত্যকী। অথচ কথার ভিতর দিয়ে হুল ফুটানটুকু বেশ শিখেছ।

মধুকর। আমি মধুকর, মধু পান করি, যারা নিতে জানে তা'দের জন্য সঞ্চয় করেও রাখি। যারা জানে না তারা শুধু আমার হুলেরই পরিচয় পায়।

প্রদ্যুম্ন। নাঃ এ ধৃষ্টতা সহ্য করা যায় না।

মধুকর। কখনই না—কেন সহ্য করবেন?

সাত্যকী। বালক, তোমার কি প্রাণের মায়া নাই?

মধুকর। বিশেষ নয়—তবে কি জানেন—

প্রদ্যুম্ন। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

সাত্যকী। প্রস্তুত হও।

মধুকর। তা না হয় হলেম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটা সর্ত্ত আছে।

সাত্যকী। }
প্রদ্যুম্ন। } কি?

মধুকর। যিনি আপনাদের মধ্যে বীরত্বে শ্রেষ্ঠ তিনিই প্রথম আঘাত করবেন।

সাত্যকী। আমি।

প্রদ্যুম্ন। কখনই নয়, আমি।

সাত্যকী। সাবধান প্রদ্যুম্ন!

প্রদ্যুম্ন। সাবধান সাত্যকী!

মধুকর। যুদ্ধ করে মীমাংসা করুন, যুদ্ধ করে মীমাংসা করুন।

সাত্যকী। তোমার তা'তে কি?

মধুকর। আমার মাথাটা যাবে, আর আমার কিছু নয়?

প্রদ্যুম্ন। না, এতে তোমার কোন কথা চলবে না—আমরা দু'জনে একসঙ্গে আঘাত করব।

মধুকর। তবু ভাল—অন্ততঃ একটা বিষয়ে আপনারা দু'জনে একমত হয়েছেন দেখে আমি পরম প্রীত হলেম। তাহ'লে

দেখুন, দয়া করে একটা কাজ করবেন। আমার মৃত্যুর পর অবকাশ মত সংবাদটা আমার আশ্রয়দাতা প্রভু গোবিন্দকে, জননী সত্যভামা দেবীকে, এবং গুরুদেব দেবর্ষি নারদকে জানাবেন।

প্রদ্যুম্ন। বালক বলে কি!—প্রভু গোবিন্দ!—পিতা!

সাত্যকী। দেবী সত্যভামা!

প্রদ্যুম্ন। দেবর্ষি নারদ!

সাত্যকী। প্রদ্যুম্ন! আমার ভুল হয়েছে। বীরত্বে তুমি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আগে আঘাত কর।

প্রদ্যুম্ন। না, না, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি আগে আঘাত কর।

মধুকর। বোধ হয় আপনারা দু'জনেই সমান—দু'জনেই একসঙ্গে আঘাত করুন।

প্রদ্যুম্ন। তবে আঘাত করে কাজ নাই—

সাত্যকী। তাই ভাল। এসো রাজসভায় যাই।

প্রদ্যুম্ন। চল।

মধুকর। সে কি! আপনাদের বীরত্বের মীমাংসা না করেই যাবেন কি!

প্রদ্যুম্ন। আমরা দু'জনেই বীর।

সাত্যকী। নিঃসন্দেহ।

মধুকর। নিঃসন্দেহ। আপনারা দু'জনেই বীর এবং দু'জনেই সমান কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারা কথা দিয়ে কথা রাখতে জানেন না।

প্রদ্যুম্ন।
সাত্যকী। } কিরূপ?

মধুকর। আপনারা দু'জনেই কথা দিয়েছিলেন যে দু'জনেই আমাকে একসঙ্গে আঘাত করবেন, আমার প্রাণ নেবেন – কিন্তু—

সাত্যকী। না না, আর আমরা তোমায় আঘাত করব না।

প্রদ্যুম্ন। আমারা তোমার প্রাণদান কর্লুম।

মধুকর। আজ্ঞে তা কি হয়? কথার খেলাপ হবে যে!

সাত্যকী। হয় হোক।

প্রদ্যুম্ন। ওতে কিছু এসে যায় না।

মধুকর। যায় না নাকি? বেশ, তা'হলে আনন্দ-সংবাদটা জননী সত্যভামা দেবীকে জানিয়ে আসি। বলে আসি এ যাত্রা তাঁর শ্রীচরণ প্রসাদে আমি মর্ত্তে মর্ত্তে বেঁচে গেছি। নইলে আপনাদের হাতে আমার প্রাণটা গিয়েছিল আর কি!

সাত্যকী।
প্রদ্যুম্ন। } না না, তাঁকে কিছু বলতে হবে না।

মধুকর। বলতে হবে না? আচ্ছা বেশ, তবে মহারাজকে গিয়ে বলি।

প্রদ্যুম্ন।
সাত্যকী। } না না, তাঁকেও না, তাঁকেও না।

মধুকর। তাঁকেও না? তবে আর কি করব? যাই গুরুদেবকে গিয়ে বলি।

প্রদ্যুম্ন।
সাত্যকী। } না না, কা'কেও বলতে হবে না, কা'কেও বলতে হবে না।

মধুকর। কা'কেও বলব না? বুঝেছি। আপনারা উভয়েই যে প্রচণ্ড বীর পুরুষ তা এইবার সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়ে গেল। তাহলে দেখুন আমাকে যদি আপনাদের সব কথা রাখতে হয় তবে আপনাদেরও আমার একটা কথা স্বীকার কর্ত্তে হবে।

প্রদ্যুম্ন।
সাত্যকী। } কি?

মধুকর। আপনারা সকল অভিমান ভুলে গিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করুন। বীরত্বের পরিমাণ নিয়ে আর পরস্পরের সহিত বিবাদ করবেন না। বীরপুরুষ হ'লেই যে কথায় কথায় ফেটে পড়তে হবে এ ধারণাটা মন থেকে মুছে ফেলুন। বুঝেছেন?

সাত্যকী। মধুকর ঠিক বলেছে। এসো আমরা আলিঙ্গন করি।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

প্রদ্যুম্ন। কিন্তু—

সাত্যকী। তাইতো—কিন্তু—

প্রদ্যুম্ন। আচ্ছা, তুমি যে বল্লে—মাতা সত্যভামা—

সাত্যকী। প্রভু গোবিন্দ—

প্রদ্যুম্ন। দেবর্ষি নারদ—

সাত্যকী। তুমি কে?

প্রদ্যুম্ন। তাইতো, তুমি কে?

মধুকর। আমি? আমি একটা পাগল।

গীত।

আমি ভাবের পাগল প্রেমের পাগল রূপের পাগল ভাই!
তাই আপন মনে হাসি কাঁদি, আপন মনে নাচি গাই।
এটা যে ভাই পাগলাগারদ,
　　বোঝে না কেউ দুঃখ দরদ
সবাই গায় ধূলো দেয়, চিমটী কাটে—বল্‌তো কোথায় যাই
পাগল বলে ডাকছে কেরে কোথায় তারে পাই!

প্রদ্যুম্ন। মধুকর, তুমি সত্যই মধুকর। বুঝি তোমার বাক্যের হুলেও একটু আধটু মধু আছে।

মধুকর। বলেন কি! আপনারা দেখছি সমঝদার হয়ে উঠলেন!

প্রদ্যুম্ন। চল সাত্যকী রাজসভায় যাই।

সাত্যকী। চল। মধুকর তুমিও এসো।

(প্রস্থান)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ মধুকর! মধুকর!
কোথা গেল মধুকর?

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

রুক্মিণী মুনিবর!

নারদ। মাতা! প্রণাম চরণে।
কি আদেশ এ দাসের প্রতি?

রুক্মিণী। একি কথা মহাভাগ?
আপ'ন দেবর্ষি, আমি হীনমতি নারী,—
আমারে প্রণাম নাহি শাজে।
তব শ্রীচরণ পূজিলেন আপনি মাধব
তাঁহার কিঙ্কর আমি—
যাচি আশীর্ব্বাদ
ধূলিকণা ওই চরণের।

নারদ। সে বিতর্কে নাহি প্রয়োজন।
নারী তুমি আদ্যাশক্তিরূপা
জগতের কল্যাণ-দায়িনী,
মাতা-ভগ্নী-কন্যারূপে ধর্ম্মপত্নীরূপে
ধরায় অমরাবতী করিলে সৃজন—
তোমার মহিমা কে পারে বর্ণিতে?

লহ মাতা সন্তানের নতি,
কহ কি আদেশ এ দাসের প্রতি ?

রুক্মিণী। শঙ্কিতা হয়েছি বড় ভগিনীর লাগি—
সত্যভামা অবোধ বালিকা,
ছোট বোনটী আমার,
অভিমান অধিক তাহার,
কথায় কথায়
মুখশশি মেঘ আসি ঘিরে।
নাহি জানি কি কারণে ক্ষুন্নমনা বালা,
তাই আসে নাই করিতে সম্ভাষ—
ক্রোধ না করিহ তার প্রতি।

নারদ। বাতুল হয়েছ মাতা !—
তাঁর প্রতি মম ক্রোধ !
আমি যাঁর করুণা ভিখারী,
সেই শ্রীনিবাস বাঁধা তাঁর কাছে
প্রেম ডোরে,—তার প্রতি ক্রোধ
আমি কি করিতে পারি !
(স্বগত)—কলহের গন্ধ পাইতেছি—
নাচিয়া উঠিছে প্রাণ পরম উল্লাসে।
অতি ভাগ্যে গর্ব্বিতা হয়েছে সত্যভামা-
প্রভুর কৃপায়
দর্পচূর্ণ হইবে তাহার।

আগে দেখি, বাধাইতে পারি যদি
রুক্মিণীর সনে।
(প্রকাশ্যে)—কিন্তু মাতা,
এত অভিমান ভাল নয়।
রাজার মহিষী তিনি,
পৌরজনমাঝে বহু কার্য্য
আছয়ে তাঁহার।
এত যদি অভিমান তাঁর,
রাজা কিগো রাজকার্য্য ভুলি,
প্রজার মঙ্গল চিন্তা ছাড়ি
দিন রাত রহিবেন অন্তঃপুরে
আঁচলে আঁচল বাঁধি,
অশ্রুজল মুছাতে তাঁহার?

রুক্মিণী। কেন বল? কত বুঝায়েছি,
কোনমতে বুঝ নাহি মানে।
আমি আর কি করিতে পারি?

নারদ। দেখিতেছি অপরাধী শ্রীমধুসূদন।
পতি তিনি তোমা সবাকার,—
এত প্রেম একজন প্রতি
বেদনা জাগায় না কি অপরের প্রাণে?
এই ধর পারিজাত,—
ত্রিদিব লুঠিয়া যাহা আনিলা মাধব,

উপহার দানিলেন তাঁরে—
অপূর্ব্ব প্রেমের নিদর্শন!
কিন্তু জিজ্ঞাসি জননী,
তুমি তাঁর প্রধানা মহিষী—
কি হেতু তোমারে বল ভাগ নাহি তায়?
কোন অধিকারে
পারিজাত একা সে ভুঞ্জিবে?

রুক্মিণী। বিবাদ বাধাতে চাও বুঝি
তার সনে মোর? না ঠাকুর,
মোর তাহে নাহি প্রয়োজন।
পতি-ভাগ্য মোর সম কার?
আপনি শ্রীপতি
সহস্র সহস্র নারী মাঝে
প্রধানা করিলা মোরে।
অন্তঃপুরে অধীশ্বরী আমি,—
পৌরজন, কিঙ্কর কিঙ্করী,
আশ্রিত পালিত যত,
সবাকার পরিতুষ্টি মোর ভার।
এ হ'তে অধিক ভাগ্য নাহি চাহি আমি।
সত্যভামা অবোধ বালিকা
ভালমন্দ কিছু নাহি জানে—
ছেলেখেলা করুক সে পারিজাত লয়ে,

প্রকূলনে মানের কলহে
যাপুক সে দিবা বিভাবরী,
মোর তাহে দুঃখ কিছু নাই।
অতএব মিনতি চরণে, হে ঠাকুর!
ঢেঁকী তব পাঠাইয়া দাও ভিন্ন দেশে
যেথা অনায়াসে
ভানিবে সে কলহের ধান।

নারদ। মাতা, পরাজয় মানিলাম তব পাশে।
ওই আসে দেবী সত্যভামা—
অন্তরালে যাও মাতা।

(রুক্মিণীর প্রস্থান)

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্যভামা। হে দেবর্ষি! চির-হিতকারী তুমি মোর—
তব উপদেশে পাইয়াছি পারিজাত—
কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব?

নারদ। কিছু নাহি প্রয়োজন মাতা। কহ এবে
আরো কিছু যদি থাকে বাসনা তোমার।
কোন সাধ অপূর্ণ যদ্যপি থাকে,
মিলাইতে তিন লোক ঢুঁড়ি
নারদ করিবে প্রাণপণ।

সত্যভামা। সাধ? বাসনা?—নাঃ কিছু নাই।—
হ্যাঁ, এক চিন্তা জাগে চিতে দিবা বিভাবরী—
কোনমতে গোবিন্দে বাঁধিতে নারি,—
বাদী হয় সতিনীর দল।—কহে সবে
শ্রীপতি সবার পতি—
অধিকার সবার সমান।
কি কহিব কি যে শেল বাজে প্রাণে মোর!
কহ মুনি, হেন কি উপায় কিছু আছে
যাহে পূর্ণ অধিকার মম হইবে স্থাপন,
যুগে যুগে গোবিন্দের সনে
মোর নাম রহিবে মিলিত?

নারদ। আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রতরাজ নামে
আছে এক ব্রতের বিধান।
পারিজাতে অধিকারী যেই,
সেই মাত্র অধিকারী তায়।
পারিজাত বৃক্ষে বাঁধি
পতিরে করিতে হয় দান।

সত্যভামা। পতিরে করিতে হয় দান?—

নারদ। বিস্ময় না, ভাব মাতঃ,—
শোন মন দিয়া
কহিতেছি পুরাতন কথা।—

শচীদেবী এই ব্রতরাজের প্রসাদে
হইলেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,—
পুরন্দর বদ্ধ প্রেম-ডোরে,
সহস্র লোচনে হেরি আশ নাহি মিটে।
আপনি পার্ব্বতী করিলেন ব্রতরাজ,
ফলে তার মহেশের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী।
স্বাহাদেবী হুতাশন-প্রিয়া
করি ব্রতরাজ লভিলেন অতুল প্রসাদ—
তাঁর নাম বিনা
হুতাশন আহুতি না লয়।
দ্যুলোক ভূলোক যদি ধ্বংস হয়ে যায়,
অনন্ত কালের গতি হয় যদি শেষ,
তথাপি এ ব্রতফল না হবে খণ্ডন।
জরাজন্ম মৃত্যু ব্যাধি স্পর্শিবে না কভু,
পূজাকালে লবে লোকে দম্পতির নাম
এক যোগে, অতুল অটুট কীর্ত্তি
রহিবে জগতে। বহু পুণ্যফলে
পাইয়াছ পারিজাত ঘরে,
রাখ তার মান,—
অবিলম্বে আয়োজন কর ব্রতরাজ।
নহে বিফল সকলি,
শুধু বালকের খেলা।

সত্যভামা। সত্য কহিয়াছ মুনি।

লভিয়াছ যদি পারিজাত

উপযুক্ত কার্য্য তার অবশ্য করিব।

হেন হিত উপদেশ

তুমি বিনা কে আর দানিবে?

এই রাজপুরে অসংখ্য সতিনী মাঝে

কে আছে আপন জন মোর?

হেন জন কেহ নাই ঈর্ষা নাহি করে,

তাই শুনি নাই এত দিন

এ ব্রতের কথা।

বুঝিলাম, মম ভাগ্যে আগমন তব—

ত্রিলোকের মাঝে তোমা সম যোগ্য জন

কেবা আছে? শাস্ত্রজ্ঞান এহেন কাহার?

তোমা বিনা আর

কারে বা বরিব বল পুরোহিত-পদে?

ব্রতের বিধান যদি দিলে মুনিবর,

দয়া করি পৌরহিত্য মম

করহ স্বীকার।

নারদ। অনায়াসে পারি মাতা। কিন্তু ভাবি মনে

গোবিন্দ সম্মত তব এ ব্রতের প্রতি,

অনেক সপত্নী আছে তব।

ব্রতের বিধানে

পারিজাত বৃক্ষমূলে করিয়া বন্ধন
পতিরে করিতে হবে দান—
কেমনে করিবে ব্রত
সতিনীরা বিরোধী হইলে ?
মম উপদেশ যদি ধর
মাধবের লহ অনুমতি—
বারিতে নারিবে কেহ তাঁর আজ্ঞা পেলে।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

সত্যভামা সতিনীরা বিরোধী হইবে ?
হেন স্পর্দ্ধা কার ?
গোবিন্দের অনুমতি প্রয়োজন যদি
অনায়াসে লব,
চাহিবার অপেক্ষা কেবল।

কোন কার্য্যে ব্রতী আজি হয়েছ কল্যাণি,
যার তরে অনুমতি প্রয়োজন মম ?
হে নারদ, জানি
চিরদিন কলহ কামনা কর তুমি—
সরলা পাইয়ে বুঝি কলহের বীজ
করিছ বপন ?

নারদ। জগন্নাথ! কলহের মূলাধার তুমি।
চক্র তব ঘোরে নিশিদিন
দ্বন্দ্বের কার্পাস-জাল করিয়া বয়ন
জীবগণ যাহে জড়ায়ে মরিতে চায়।
নটবর! সকল নাটের গুরু তুমি,
দোষ কেন দাওহে কিঙ্করে?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল, কোন মহাকার্য্য
তবে করিতে সাধন
বিনামূলে সাধু উপদেশ
সম্প্রতি করিতেছিলে দান?

নারদ। কহিলা জননী,—"হে নারদ!
পাইয়াছি পারিজাত প্রভুর কৃপায়—
এবে বাসনা আমার
আরম্ভিতে ব্রতরাজ,—
যাহে ধরায় অক্ষয় কীর্ত্তি রবে,
গোবিন্দের নাম সনে মোর নাম
চিরদিন মিলিত রহিবে।"
সাধুকর্ম্মে সহায়তা কর্ত্তব্য সাধুর—
কহিতেছিলাম তাই ব্রতের বিধান।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রতরাজ! ব্রতরাজ কেমনে হইবে?
সত্যভামা যদি বৃক্ষে বাঁধি
মোরে করে দান, কি কহিবে

আর আর যতেক মহিষী ?
কি কহিবে পুরবাসী জন ?—
হে কল্যানী !—

সত্যভামা। (মানভরে) যাও !

শ্রীকৃষ্ণ। হে কল্যাণী ! ত্রিলোকের মাঝে
আর যাহা চাও অনায়াসে দিতে পারি।
কিন্তু ব্রতরাজ কেমনে হইবে ?

সত্যভামা। জানিনা, যাও।

ক্রোধ নাহি কর।
বিচার করিয়া দেখ মনে—
রুক্মিণী কালিন্দী আদি যত নারীগণ,
তারা সবে যদি তোমারে দেখিয়া
ব্রতরাজ করয়ে মানস,
কি উপায় হবে ? কতজন মোরে
করিবেক দান ? একবার দত্ত ধন
পুনরায় দান নাহি হয়।

নারদ কহ মাতা,
পারিজাতে নহ তুমি একা অধিকারী ?
তা সবার ভাগ আছে তায় ?

সত্যভামা। এ হেন বঞ্চক পতি যার
তিন লোকে কিবা আছে তার ?
পারিজাত ছিল যবে ত্রিদিব নগরে

ইন্দ্রাণীর অধিকারে,—
কারু মনে পড়ে নাই তাহা,
কেহ চাহে নাই।
আমি কত না কহিয়া, কত না কাঁদিয়া
আনিলাম ঘরে,
এবে সর্বজন অধিকারী তার!
ব্রতরাজ এতদিন কারু মনে নাই,—
আমি যাই করিনু মানস,
সবাকার প্রয়োজন হইবে অমনি!
কেন? কিসের লাগিয়া?
নাহি মোর কিছু অধিকার?
তুমিই বল তো বুঝি
নিতি নিতি এত জ্বালা
অবলার প্রাণে কত সহে আর?

শ্রীকৃষ্ণ। অবুঝ হয়ো না প্রিয়ে—

সত্যভামা। যাও যাও,
মুখে মধু, হলাহল অন্তরে তোমার!
হে কপট চূড়ামণি, শঠ শিরোমণি!
তব চতুরালি ভাল জানি আমি,—
তোমারে জানিতে কিছু বাকী আছি মোর!—
ছলায় ভুলাতে চাও অবলা পাইয়া?—
কহি শুন আর কথা—

ব্রতরাজ করিবারে না পাই যদ্যপি
এ জীবন না রাখিব আর—
প্রভাসের জলে
জ্বালা মোর করিব শীতল,—
কিম্বা যোগিনী হইয়া
বেশ ভূষা ত্যজি বল্কল পরিয়া
কমণ্ডলু করে বনে বনে ভ্রমিব ফিরিয়া।
যাহা ইচ্ছা কর এবে।

নারদ। ধৈর্য্য ধর মাতা,
শুন মন দিয়া
কি কহেন শ্রীনিবাস।

সত্যভামা। না না না, কিছু মোর নাহি প্রয়োজন।
কহিয়াছি শেষ কথা,
আর কিছু শুনিতে না চাই।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রমাদ পাড়িলে মুনিবর।
ভাল সত্যভামা,
এত দৃঢ় যদি সঙ্কল্প তোমার,—
দিনু অনুমতি,
আয়োজন কর ব্রতরাজ।
এসো মুনিবর যাইয়ে
চল যাই মন্দিরে আমার,
করিগে মন্ত্রণা। এসো—

সত্যভামা। (স্মিতমুখ)—যাও!

নারদ। প্রভু, প্রণাম হই।

(প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে চারুশীলে!—

সত্যভামা। যাও!—

(পশ্চাতে সখীগণের প্রবেশ—পরস্পরের ইঙ্গিত)

সত্যভামা। গীত।

কি কর কি কর সখা, লাজে মরি!
ছাড় ছলা কলা, আমি অবলা, হরি! চরণ ধরি।
পরাণ বিকায়ে তব পায়,
পড়িনু সখা, একি দায়!—
তুমি তো বোঝনা ব্যথা,
মজাইতে চাহ নারী।
নাথ হে! তুমি দাওনা ধরা আমি কেমনে ধরি!

সখীগণ। গীত।

পরাণ বিকায়ে তার পায়, পড়িনু সখী, একি দায়!
সে তো বোঝে না ব্যথা
মজাইতে চাহে নারী।
সখীরে! সে তো দেয়না ধরা তারে কেমনে ধরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—অঙ্গন।

নরনারীগণ। গীত।

আজি বড় উৎসব লাগিল রাজপুরে,—
নাচ গাও আমোদ কর, ভাবনা চিন্তা গেল দূরে।
ছানা মেঠাই হল পাহাড়, ক্ষীরের সরোবর,—
যত পার খাও, দু'হাতে বিলাও, নাইক আপন পর—
হাঁট কিম্বা গড়াও, ব'স কিম্বা বেড়াও,
প্রাণ যদি চায়, হাওয়ায় উড়ে ফের ঘুরে ঘুরে॥

(প্রস্থান)

[কতিপয় ভারবাহী নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী বহন করিয়া চলিয়া গেল]

(গোয়ালিনীগণের প্রবেশ)

গোয়ালিনীগণ। গীত।

মোরা আহিরিনী—
এনেছি মাথায় করে ক্ষীর সর দধি নবনী।
মোরা অবলা, কি জানি আঁখির ঠার?

মোরা সরলা, কি ধারি হাসির ধার ?—
লোকে তবু হাসে, আঁখি ঠারে,
আঁচল ধরে করে টানাটানি !
মোরা লাজে মরি, পথে যেতে নারি কুলকামিনী ॥

(প্রস্থান)

(নট নটীর প্রবেশ)

নট। (সুরে)—প্রেয়সী !
নটী। (সুরে)—কেন রে মুখপোড়া ?
নট। (সুরে)—রূপসী !
নটী। (সুরে)—আ মর লক্ষীছাড়া !
নট। (সুরে)—তবে আমি চল্লুম।
নটী। (সুরে)—যা।—

(নটের প্রস্থানোদ্যোগ)

আহাহা, কি বলছিলি বল না।

নট। না, আমার বড্ড রাগ হচ্ছে। আমি চল্লুম।
নটী। কেন রাগ হচ্ছে বল্না।
নট। তুই যে গাল দিলি।
নটী। দূর মুখ্খু, ও বুঝি গাল ?

নটী। তুই দেখছি নেহাৎ সেকেলে। ওই তো আজকালকার চরম প্রেম সম্ভাষণ।

নট। সত্যি? তা'হলে তো দেখছি তুই সাম্প্রতিকা প্রেমিকা।—তবে শোন—

দ্বৈত গীত।

নট। প্রেয়সী! কবুলো আমায় দান,
উড়ালো তোর প্রেমের ধ্বজা, বাড়্‌লো তোর মান।

নটী। আহাহা, বিনামূলে কিনলি আমায়,
সাবাস প্রাণের টান!

উভয়ে। (পরপর) সে যে চরম প্রেমের পরম নিশানা
তা হয়ে গেছে প্রমাণ।

নটী। কিন্তু বিলিয়ে দেব এমন নাগর হেন রসিক কে আছে?—

নট। কে তোমার মতন চক্ষু বেঁধে ঘুরাবে আমায় ঘানি গাছে—

উভয়ে। দিয়ে নাকে দড়ি তেল ভাঙ্গাবে
দেখি না তো হেন গুণবান্।

নট। তবে কাজ নাই প্রিয়ে, কাজ নাই

নটী। যেমন আছি তেমি থাকি।
ঘুরি ফিরি নাচি গাই।

উভয়ে। ওরে, তুই যে আমার হৃদয়-রতন
কে আর আছে তোর সমান!

(প্রস্থান)

(রুক্মিণী জাম্বুবতী ও কালিন্দীর প্রবেশ)

জাম্বুবতী। ভগ্নী, ত্যজ পরিহাস।

কালিন্দী। পরিহাস! পরিহাস আবার কিসের? সেবারেও যা এবারেও তাই। নারদ ঠাকুর এলেন, সত্যভামার কানে কুস্‌মন্তর দিলেন, অমনি তাঁর অভিমান হল।—বল্লেন— "পারিজাত আমার চাই।"—প্রভুর টনক নড়ল, অমনি দেবরাজের সঙ্গে যুদ্ধ, শচীদেবীর নাকাল, পারিজাত আনয়ন,দেবীর মানভঞ্জন—ব্যাস্ পালা সমাপ্ত। এবারেও নারদ ঠাকুরের আগমন, দেবীর মান, প্রভুকর্ত্তৃক মান-ভঞ্জন, ব্রতরাজের অনুষ্ঠান,—অতঃপর কি হয় দাঁড়িয়ে দেখ। এতো পরম কৌতুক।

রুক্মিণী। না ভগ্নি, নহে এ কৌতুক।
প্রাণ মোর কাঁপিছে শঙ্কায়—
কি অনর্থ ঘটিবে না জানি।

জাম্বুবতী। তুমি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীসম আমা সবাকার,
আপনার চিন্তা পরিহার
মোদের মঙ্গল চিন্তা করিছ সর্ব্বদা—
ভালমন্দ তোমার বিচার,
তব দায়,—আমরা কি জানি?

রুক্মিণী। সত্যভামা ব্রতরাজ করেছে মানস,
প্রভু দিয়াছেন অনুমতি,

সাত্যকী করিছে আয়োজন,
নিমন্ত্রণ গিয়াছে চৌদিকে,
পুরবাসী আমোদে মাতিল—
আমি কেন বিঘ্ন করি হই পাপভাগী ?
ভালমন্দ প্রভুর বিচার, তাঁর দায়,—
কি কারণে চিন্তা মোরা করিব ভগিনী ?
কিন্তু নাহি জানি কি কারণে
মনে হয় যেন কোন অমঙ্গল,
অন্তরাল হ'তে মারে উঁকি ঝুঁকি।
বুঝিতে না পারি বোন্,
ব্রতরাজে তার কিবা প্রয়োজন,
মাধবের রাজীব চরণ
নিত্য যেই করে দরশন,
পদরেণু যাঁর অঙ্গের ভূষণ,
দর্শেন্দ্রিয় করে স্নান পান
অপার্থিব সুধার সাগরে।
কোন ফল সেই জন চাহে ?
চতুর্ব্বর্গ ?—যে চাহে সে চাক,
তুচ্ছ জ্ঞান করি আমি।

কালিন্দী। সত্য যদি জিজ্ঞাস ভগিনী
কহি সার কথা।—
এ সংসারে অন্য কিছু করিনা কামনা—

শুধু এই চাই,
জন্মে জন্মে ওই পদে রহে যেন মতি,
তাঁহারই কৃপায়
পতিরূপে তাঁরে যেন পাই।
বাঞ্ছাকল্পতরু তিনি—
তবে কার কাছে কি বর মাগিব ?
ইচ্ছা তাঁর যদি হয়
মোর ভাগ্যে অনন্ত নিরয়,
সে নরক স্বর্গ মোর
অন্য স্বর্গে নাহি প্রয়োজন।

জাম্বুবতী। অখিলের স্বামী তিনি স্বামী আমাদের,—
একযোগে মন্দিরে মন্দিরে
বিরাজ করেন জগন্নাথ,
এক সূর্য্য জগতের তমো করে নাশ,
এক চন্দ্র স্নিগ্ধ করে সংসারের জ্বালা,—
সেই অদ্বিতীয় একের চরণতলে
মোরা সবে লভেছি শরণ।
কোন চিন্তা নাহি আর—
চল দিদি, দেখিগে উৎসব।

রুক্মিণী। দেখিবে ? চল।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুপ্রশস্ত অঙ্গন, অঙ্গনের চতুঃপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের মন্দির—
তন্মধ্যে নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ কলস খচিত সত্যভামার মন্দির
প্রধান প্রতীয়মান হইতেছে। গৃহদ্বারে পারিজাত বৃক্ষ
রোপিত, তাহার মূলদেশ স্বর্ণ-রজত-প্রবালাদি-মণ্ডিত।
সুবর্ণ-রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত-বৃক্ষমূলে
আবদ্ধ। স্তরে স্তরে ধান্য যবাদি শস্য, দধি
ঘৃত মিষ্টান্নাদি খাদ্য ও বস্ত্রালঙ্কারাদি
ব্রতোপকরণ সজ্জিত রহিয়াছে।
একপার্শ্বে মধুকর স্মিতমুখে
দণ্ডায়মান—

ব্রাহ্মণগণ, ঋষিগণ, নাগরিকগণ, নারীগণ, রাজপুত্রগণ, দাসদাসীগণ,
রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট ও
দণ্ডায়মান। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

মধুকর। গীত।

ঘন তমসা নাশি উজলি দশদিশি
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষোত্তম রাজে,—
চরণ-নখরে প্রণত-দেব-মৌলি-
মণি-মুকুট-আভা লাজে।

বিশ্ব জুড়িয়া গভীর ওঙ্কারে মঙ্গল শঙ্খ ওই বাজে,
মুখর মঞ্জীরে সকল বেদবিধি নীরব হইল লাজে। —
আজি উথলে একি আনন্দ !—জাগিল কি নব ছন্দ !—
জয় গোবিন্দ ! গোবিন্দ ! মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ !

সকলে। সাধু ! সাধু !

শ্রীকৃষ্ণ। হে মুণি ! আর কতক্ষণ
এইরূপ আবদ্ধ র'হতে হবে ?
হিরণ্ময় বটে এ শৃঙ্খল—
তথাপি শৃঙ্খল বটে।

নারদ। সুকোমল মণিবন্ধে বড় বাজিয়াছে !
কিন্তু কি করিব প্রভু, নিরুপায়।
মাতা,
হইয়াছে সুসম্পন্ন সর্ব্ব অনুষ্ঠান,
দানকার্য্য অবশিষ্ট শুধু।
কর দান যে আছে বিহিত।

সত্যভামা। হে দেবর্ষি ! এই মম সাভরণ প'ত,
যাদবপ্রধান, দ্বারকা-ঈশ্বর,—
তোমারে করিনু দান,
দয়া করি করহ গ্রহণ।
কর আশীর্ব্বাদ,
ব্রত মম হউক সফল।

নারদ। স্বস্তি স্বস্তি—করিনু গ্রহণ।
মাতা, মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি আমি
ত্রিলোকের মাঝে হেন দান
কেহ করে নাই কভু।
ভাগ্যবতী তুমি,
হেন দানে হইয়াছে অধিকারী—
ভাগ্যবান আমি,
যুগযুগান্তের পরে হইয়াছি
অপূর্ব্ব এ দানের ভাজন।
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে,
যতকাল পাপ পুণ্য রবে এ জগতে,
তব এ যশের ভাতি অটুট রহিবে।
পূর্ণকাম তুমি মাতা—
এবে দক্ষিণার কর আয়োজন।

(সত্যভামার ইঙ্গিতে এক বৃহৎ সুবর্ণপাত্রে স্তূপাকার সুবর্ণ আনীত হইল)

সত্যভামা। ঋষিরাজ, তব যোগ্য কি দিব দক্ষিণা?
কি আছে আমার? এই সামান্য কাঞ্চন
দিলাম দক্ষিণা—কৃপা করি
করহ গ্রহণ।

নারদ। স্বস্তি। করিনু গ্রহণ।
ধন্য মাতা, ধন্য তুমি এ মহীমণ্ডলে।

মধুকর!

মধুকর। প্রভু?

নারদ। স্বর্ণ-রজত-মণিমাণিক্যাদি মূল্যবান সামগ্রী, অশ্ব গজ-রথাদি বাহন, গবাদি পশু, ধান্যাদি শস্য, চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়াদি খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি—যা যা আমি পেয়েছি সব উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করে দাও। ওসব কিছুই আমাদের প্রয়োজন নাই।

মধুকর। যে আজ্ঞে প্রভু। আসুন ব্রাহ্মণগণ।

নারদ। যান ব্রাহ্মণগণ, আপনারা ঐই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ করে আমায় চরিতার্থ করুন।

ব্রাহ্মণগণ। সাধু দেবর্ষি! সাধু সাধু!

(ব্রাহ্মণগণ ও মধুকরের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! হবে না কি মোর
বন্ধন মোচন? আর যে সহিতে নারি।

নারদ। এই যে প্রভু—(বন্ধন মোচন করিতে করিতে)—জগন্নাথ! এখন তুমি আমার—দেবী সত্যভামা তোমাকে আমায় দান করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ, আমি তোমার।

নারদ। তাহলে কিছু মনে করো না ঠাকুর, আমার অপরাধ নিও না। একটা কথা বলে রাখছি, আমার অনুমতি না নিয়ে একটীও কথা কয়োনা।

আহা! কঠিন বন্ধন সুকোমল মণিবন্ধে বড়ই লেগেছে। তা আর কি করা যাবে? উপায় তো ছিল না। যার জিনিস সে যদি বাঁধে। আচ্ছা ঠাকুর, বাল্যে তুমি পিতা মাতার—যদিও ঠিক ছিলে না, কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয়ে গোপরাজ নন্দ এবং রাণী যশোদাকে পিতৃমাতৃ সম্বোধনে ধন্য করেছিলে—তবু তাঁদের অধীন ছিলে। তোমার দুরন্তপণায় বাধ্য হয়ে তাঁরা কখনও কখনও তোমায় বাঁধতেন শুনেছি। সে একদিন গিয়েছে। এখন যৌবনে দেখছি তুমি স্ত্রীর অধীন—নইলে তোমার এ বন্ধনদশা ঘটত না। এর পর বার্দ্ধক্যে কার অধীন হবে দয়াময়?

শ্রীকৃষ্ণ। কি জানি, তুমি আবার কা'কে বিলিয়ে দেবে তাতো জানি না।

নারদ। এখন যখন তুমি আমার, তখন আপাততঃ আমার সঙ্গে তো চল, তারপর দেখব কতদিন তোমায় বেঁধে রাখতে পারি।

সত্যভামা। কি ঠাকুর, আপনি কি বলছেন?

নারদ। ঠিক, এমন বিশেষ কিছু না। তাহলে দয়াময়, এমন রাজ-আভরণে আর প্রয়োজন কি? এক সন্ন্যাসীর

পিছনে পিছনে যখন মৃগচর্ম্ম আর কমণ্ডলু বহন করে ঘুর্ত্তে হবে, তখন ওসব নিষ্ফল ভার লাঘব করাই বাঞ্ছনীয়—বিশেষ আমি কামিনী কাঞ্চনের অনুরাগী নই। অতএব তোমার রাজ-বেশ কিরীট কুণ্ডল কেয়ূর কঙ্কন বলয় সব পরিত্যাগ কর—ওসব দরিদ্রদের বিলিয়ে দেওয়া যাবে।

(মধুকরের প্রবেশ)

এই যে মধুকর। তোমায় যে পুঁটলীটা রাখতে দিয়েছিলেম তা কোথায়?

মধুকর। এই যে সঙ্গেই আছে প্রভু। (পৃষ্ঠদেশ হইতে তল্পী মোচন)

নারদ। দাও। (উদ্ধবের প্রতি)—এতে বল্কল তুলসীমালা বিলেপনাদি যাবতীয় প্রসাধনসামগ্রী আছে। উদ্ধব, যাও, প্রভুকে আমার নূতন সাজে সাজিয়ে নিয়ে এসো।

উদ্ধব। আমি—আমি—

নারদ। হ্যাঁ, তুমিই পারবে। যাও।

উদ্ধব। যে আজ্ঞে প্রভু। চলুন দয়াময়।

(উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

সত্যভামা। দেবর্ষি, এ সব কি হচ্ছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পার্চ্ছিনা।

নারদ। বুঝবার প্রয়োজনইবা কি ?

সত্যভামা। আমাদের প্রভুকে কি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করাতে চাইছেন ?

নারদ। সেইরূপই তো অভিপ্রায়।

সত্যভামা। কেন ঋষিরাজ, তিনি রাজা—

নারদ। এ প্রশ্নের উত্তর আমি নাও দিতে পারি। তথাপি যখন জানতে চাইছেন তখন শুনুন—উনি যখন রাজা ছিলেন, তখন রাজা ছিলেন, এখন আর উনি রাজা ন'ন। উনি এখন আমার, অতএব আমি ওঁকে যে বেশে ইচ্ছা সাজাতে পারি। আমি নিজে ভিখারী, তাই ওঁকেও ভিখারী সাজাতে চাইছি।

মধুকর। গীত।

ওগো আমার পাগলিনী মা !
কৃষ্ণ তিলের তেল মেখেছিস,
কাল জলে ডুব দিয়েছিস,
কৃষ্ণ-কমল-মধু পান করেছিস
পাগলাপণা তবু ঘুচল না
ওমা ! তোর মনের কালী মুছল না।

(সন্ন্যাসীবেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া উদ্ধবের প্রবেশ)

কালিন্দী। দিদি দিদি, কি হবে উপায় ?
দেবর্ষির অভিপ্রায় ভাল নাহি বুঝি।

রুক্মিণী।　ধৈর্য্য ধরি তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
দেখি অতঃপর কিবা করে ঋষি।

সত্যভামা।　ঋষিরাজ,—

(নারদ শ্রীকৃষ্ণকে একমনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সত্যভামাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন)

নারদ।　একি রূপ হেরি দয়াময়!
অনন্ত বিশ্বের স্রষ্টা নিত্যনিরঞ্জন!
অনন্ত কালের আদি পুরুষ পুরাণ!
বিশ্বরূপ! বিশ্বম্ভর! স্বপ্রকাশ তুমি।
জানি আমি, মিথ্যা তব এই অবয়ব,
মায়ার ছলনা;—জানি, সূক্ষ্ম তুমি,
জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা রূপে
হৃদিপদ্মে কর নিবসতি;—
অদ্বিতীয় এক, তবু বহুঘটে
রহিয়াছ ব্যাপ্ত চরাচর;—
তবু, তবু—হে লোকেশ্বর!
মানস-মোহন তব এই রূপ
একবার হেরি ফিরাইতে নারি আঁখি!
মরি! মরি!
আকাশের বক্ষ হতে ছানিয়া নীলিমা,
প্রস্ফুট কুসুম হ'তে কোমলতা লয়ে,

নব বসন্তের শিশির-সিঞ্চিত
শুভ্র উষা হতে লয়ে রূপের কল্পনা,—
হে শিল্পি! তুমি নিজে বুঝি
গড়িয়াছ তোমার মুরতি!
কেমনে বলিব! ভাষা হেথা
মূক হয়ে যায়,
কাব্য স্তব্ধ বিফল প্রয়াসে,—
শুধু অর্থহীন দৃষ্টি লয়ে
রহে চেয়ে ওই মুখপানে!
নমো নমো, হে অব্যক্ত মহান্!
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।

(নারদ নিমীলিত নয়নে নিশ্চল রহিল—সত্যভামা কিছু বলিতে গেল, কিন্তু সাহস হইল না)

রুক্মিণী। মুণির এ আচরণ বুঝিতে না পারি—
নাহি জানি কিবা অভিপ্রায়।
রাজ রাজেশ্বর যিনি অখিলের স্বামী,
হেরি তাঁর ভিখারীর বেশ
হৃদয় বিদরে, মুখে না যুয়ায় কথা।
না জানি কেমনে পাষাণ বাঁধিয়া বুকে
কোন প্রাণে মুণি সাজাইলা তাঁরে
দীনহীন বেশে! বুঝিতে না পারি
অতঃপর কি ঘটিবে—কি আছে ললাটে।

বিচলিতা কেন গো ভগিনী ?
শুনিয়াছি জনকের মুখে—
নির্গুণ ত্রিগুণাতীত প্রভু পরমেশ
শুধু ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু
অবতীর্ণ ধরাধামে প্রকাশিত লীলা।
এই বিশ্ব রচনা যাঁহার,
কোটী চন্দ্র সূর্য্য
দীপ্তি পায় যাঁহার ইঙ্গিতে,
তুচ্ছ কনক-ভূষণে রত্ন-আভরণে
তাঁহারে সাজাতে সাধ কেন ?
মিথ্যা লোকাচার তরে কিবা হেতু
হেন ম্রীয়মান ?
জ্ঞানবতী তুমি গো ভগিনী।
তোমারে কি বুঝাইব আমি ?
পিতা মম বীর জাম্বুবান
চিরদাস ওই শ্রীচরণে ;—
শুনিয়াছি শ্রীমুখে তাঁহার—
অতীতে সে ত্রেতাযুগে প্রভু পরমেশ
দুষ্কৃত বিনাশ হেতু নরদেহ ধরি
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপে
করেছেন লীলা।—
জটা-চীর ধরি দীন ভিখারীর বেশে

'হা সীতা! হা সীতা!' বলি করিয়া রোদন
ফিরেছিলা দণ্ডক কাননে,
দক্ষিণ সমুদ্র তটে—
পশু পক্ষী বনস্পতি তাঁর অশ্রু সনে
অশ্রুবারি মিশাইয়াছিল ;
আজি হেরি সম্মুখে আমার
সেই রূপ, নবীননীরদ শ্যাম,
বিভূতি-ভূষণ, বল্কল-বসন,—
যেন কোন অজ্ঞাত পথের যাত্রী,—
চলেছেন কোন্ কল্প-লোকে !
মরি মরি ! হেন রূপ ধেয়ানে না আসে,
নয়ন মুদিয়া যায়
প্রাণ স্পন্দহীন ভাবের আবেশে
লুটাইয়া পড়ে ওই চরণের তলে।

কালিন্দী। দেবী ! কিসের ভাবনা এত ?
প্রভু যবে ত্যজিলেন রাজ-আভরণ
মো'সবার তাহে কিবা কাজ ?
বৃথা ভার কেন বা বহিব ?
চল সবে,
আজি ষোড়শ সহস্র ভগিনী মিলিয়া
পরিহরি ক্ষৌম বস্ত্র কাঞ্চন রতন
ভিখারিণী যোগিনী সাজিব।—

পতি-অনুগামী সতী রহে চিরদিন
কায়া-অনুগামী ছায়া কেন না হইবে ?

রুক্মিণী। সত্য কহিয়াছ।
চল সতী, আজি তুমি জ্যেষ্ঠা সকলের।

(রুক্মিণী প্রভৃতির প্রস্থান)

নারদ। (ধ্যান ভঙ্গে)—
ধর এই কমণ্ডলু বল্কল অজিন,
চল, বহুদূর যাইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ কতদূর ? কোন দেশে ?
কহ স্পষ্ট করি।
হে নারদ ! বুঝিতে না পারি
কি কঠিন ডোরে বেঁধেছ আমারে।—
কত যুগ যুগান্তর ধরি,
কত লোক লোকান্তরে
ফিরিতেছি পশ্চাতে তোমার,—
এ ভ্রমণ নাহি হবে শেষ ?

নারদ চল প্রভু, কাল বয়ে যায়—

সত্যভামা। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।
কোথা লয়ে যাও দেব পতিরে আমার ?

নারদ। অবাক করিলে মাতা।

নিজে তুমি করিয়াছ দান,
আমি 'স্বস্তি' বলি করেছি গ্রহণ।
দত্তধনে তব কিবা অধিকার ?
তবে কেন হেন প্রশ্ন করিছ জননী ?

সত্যভামা। একি নিদারুণ কথা কহ মুনিবর !
হায় ! বুঝি প্রমাদ পাড়িনু
নারীবুদ্ধিবশে। যেই তরুবরে
ভর করি র হয়াছি বল্লরীর মত,
কাঠুরিয়া কাটি লয়ে যায়,—
কোথায় রহিব ? কেমনে বাঁচিব ?
কি হবে আমার ?

নারদ। চিন্তান্বিতা কেন মাতা ?
ব্রতরাজ-ফল কভু খণ্ডন না হয়।
রাখিলে অতুল কীর্ত্তি ধরণী মাঝারে।
এবে পথ ছাড় মাতা, যাই—
বয়ে যায় যাত্রার সময়।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা ! এবে নারদের আমি,
যাইতে হইবে তাঁর সনে—
হাসিমুখে দেহলো বিদায় !

সত্যভামা। না না পথ ছাড়িব না, যাইতে দিবনা।
শান্তিবারি লয়ে যদি যাও,
মরুভূমে কেমনে রহিব ?

বক্ষ হতে প্রাণ মোর নিঙাড়িয়া লয়ে
দেহখানি দিয়ে যেতে চাও ?
হায় মুণি ! বুদ্ধি তব বৃহস্পতি সম,
আমি অবলা সরলা নারী,—
কোন প্রাণে মোর সনে করিলে ছলনা ?

নারদ। ছলনা ! ছলনা কোথায় পেলে ?
সত্য ভিন্ন মিথ্যা আমি কভু কহি নাই।
ছলনা করিছ তুমি।
অতি হীন প্রবৃত্তি তোমার।
একবার দান কৈলে যাহা,
ছাড়িতে তাহার মায়া চক্ষে বহে পানী !
রাজার ঘরণী তুমি, রাজার নন্দিনী—
একি তব হীন আচরণ ?
জান নাকি মাতা,
মহাপাপ দত্তধন ফিরায়ে লইলে ?—
ব্রত তব নিষ্ফল হইবে তাহে ?

সত্যভামা। হয় হোক পাপ, তাহে নাহি ডরি।
পতি-পদ সতীর সে ইহ পরকাল,
তাই যদি গেল, ব্রত লয়ে কি করিব ?
ব্রতে মম নাহি প্রয়োজন,
ফিরাইয়া দেহ মোর পতি।

নারদ। কভু নাহি দিব।
অতশত আমি কিবা জানি?
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

(নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের গীত)

"আমরা চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি আলোকে নিরখি নিরখি, তোমারি সাথে সাথে।"—

নারদ। ওই শোন, আসে বুঝি
পঙ্গপাল সম তব সতিনীর দল—
দেখ রাণী, ঘটাইলে কি জঞ্জাল!
বুঝি যাত্রা মম বিফল করিলে।

(গাহিতে গাহিতে সন্ন্যাসিনী বেশে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের প্রবেশ)

গীত।

শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ।
আমরা চলেছি তোমারি পথে।
তোমারি আলোকে নিরখি নিরখি তোমারি সাথে সাথে।—

নারদ। একি! তোমা সবে
বসন ভূষণ ত্যজি যোগিনী সাজিয়া—
দল বাঁধি কোথা চলিয়াছ?

রুক্মিণী। যাব প্রভু পতির সহিত

সত্যভামা। হায়, ধিক মোরে !

রত্নভারে প্রপীড়িতা আমি।—

যাও দূরে বলয় কঙ্কণ

মুক্তাহার কেয়ূর মেখলা—

(অলঙ্কার পরিত্যাগ)

আমি ও যোগিনী হব,

ভস্ম মাখি গায়

পতিসনে যাব দেশে দেশে।

আমি যাব মুণির সহিত—

আমার সহিত কেমনে যাইবে সতী ?

নারদ তোমা সবাকার পতি মম ধন এবে।

মোর সনে যাইবেন তিনি,

তোমরা কোথায় যাবে ? আমি

গৃহহীন নিরাশ্রয় ভিখারী বৈরাগী—

গান গেয়ে 'ফরি দেশে দেশে,

ভিক্ষা মাগি বীণা বাজাইয়া।—

দেখিতেছ এই শুভ্রকেশ,

ঝঞ্ঝাবাত শিলাপাত আতপবরষা

নিত্য বহে এই শিরোপরে।—

পতি তব কঠিন পুরুষ,

অনায়াসে সহিবেন ক্লেশ

কিন্তু তোমা সবাকারে কোথা লয়ে যাব ?

কোথা স্থান দিব ?
কি খাওয়াব ?
তব ধন যদি পতি,
তবু তিনি পতি আমাদের।
পতি-পদ বিনা বল
সতীর কি গতি আছে আর ?
সতী হবে পতি-অনুগামী
শাস্ত্রের বিধান,—
চিরন্তন অধিকার তার,—
তাহে কেন বাধা দিতে চাহ !

নারদ। অধিকার ?
এবে অধিকার স্থাপন করিতে চাহ !
কেন ? যবে সবার সম্মুখে
সত্যভামা করিলেন দান,
কহ নাই কোন কথা কেহ—
ভয়ে বুঝি মূক হয়েছিলে ?
এবে হেরি মোরে দীন অসহায়
অধিকার স্থাপন করিতে চাহ বলে ?
না না না, তা হইবে না কোন মতে।

সাত্যকী। কি দেখিছ পুরবাসীগণ ?
ছলে ভুলাইয়া
প্রভুরে লইয়া যায় কপট ব্রাহ্মণ—

কার মুখ চাহ আর ?
চল সবে জায়াপুত্র লয়ে
দীনবেশে হই অনুগামী,—
যেই পথে চলিবেন প্রভু,
দাস তাঁর চলিবে সংহতি।

পুরবাসীগণ। অবশ্য অবশ্য !—সাধু সাত্যকী সাধু !

শ্রীকৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন ! সাত্যকী ! রাজ্যপাট রহিল পড়িয়া—
দেখিও, পুত্রসম প্রজাগণে
করিও পালন। তোমা দোঁহে দিনু ভার—
এ ভার বহনে হেন যোগ্য জন
আর কেবা আছে ?

প্রদ্যুম্ন। অন্তর্য্যামী ! তোমারে কি জানাইব আর ?
অন্তরের যত কথা সকলিতো জান,—
হে পিতঃ ! অতি অভাজন আমি,
তবু তনয় তোমার—
পুত্র বলি দিয়াছ মর্য্যাদা—কেমনে ভুলিব ?
ছার রাজ্য যাক রসাতলে—
আমি দাস তব, যাব তোমার সহিত।

নারদ। প্রদ্যুম্ন ! বাতুল হয়েছ তুমি ?

সাত্যকী। হায় মুণি !
জ্ঞানী তুমি, সংসার-বিরাগী—
বেদনার ধার নাহি ধার।

তুমি কি বুঝিবে বল অন্তরের ব্যথা ?
শ্রীমধুসূদন ! তুমিও কি বুঝিলে না ?

সত্যভামা। হে ভগিনী !
অপরাধী আমি তোমা সবাকার পাশে।
না বুঝিয়া, বালিকা-বুদ্ধির বশে,
অহঙ্কার ভরে যেই কুকর্ম্ম করিনু,
জানি তাহে নাহিক মার্জ্জনা ;—
অপরাধ যত হোক গুরুতর মোর—
তোমরা ভগিনী—
শাস্তি তার করিও পশ্চাতে।
ক্রোধের এ নহেতো সময় !—
উপায় করহ ত্বরা যদি কিছু থাকে।
মুনিরে বুঝাও, নাথেরে ফিরাও,
প্রাণ রাখ, মান রাখ, লজ্জা রাখ—
নহে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন।

নারদ। ধর কার চতুরের সনে
চতুরালি শিখিয়াছ ভাল।
নিজে কর্ম্ম করি
অন্য হতে চাও প্রতিকার,
সবাকার সনে নিজ স্বার্থ
করিতে সাধন !

দয়াময় ! সত্য কি যাইতে চাহ ?
শুনিয়াছি ইচ্ছাময় তুমি,
তব ইচ্ছা বিনা
হিমকণা নাহি ঝরে, পাতা নাহি নড়ে।
যদ্যপি যাইতে চাহ, যাও, -
কে রোধিবে গতি ?
শুভ তাহে অবশ্য হইবে—
অশুভের স্থান কোথা তব পাদক্ষেপে ?
যদি তব ইচ্ছা নাহি হয়,
এ ছলনা কেন দয়াময় ?
নিতান্ত তোমারই যারা—
ব্যথা দিয়ে তাদের পরাণে
সুখী কি হইবে ?

সাত্যকী। রাজরাজেশ্বর !
চিরদিন দাস আমি ও পদ-কমলে,
কি হেতু ত্যজিতে চাহ ?
কোন অপরাধে ?
জানি আমি বহু দোষে দোষী—
কিন্তু হে ভকত বৎসল !
শত ত্রুটী ক্ষমিয়াছ যদি,
আজি কেন বিরূপ হইলে ?
প্রাণের বাঁধন বল কেন বা ছিঁড়িলে ?

দেখিতে কি চাও প্রভু আমার মরণ ?
বল, এই দণ্ডে হৃদ্‌পিণ্ড উপাড়িয়া,
নব অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিব
শ্রীচরণ।

শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধব ! সাত্যকী ! প্রদ্যুম্ন !
প্রাণ হতে প্রিয়তর তোমা সবে মোর।
কিন্তু আমি আর নহি আপনার—
সবার সম্মুখে সত্যভামা দিলা দান
এই মুণিবরে, যিনি ত্রিলোক-পূজিত
বৈষ্ণব-প্রধান। দাসত্ব ইঁহার
পরম সৌভাগ্য বলি মানি।
অবশ্য যাইতে হবে
ঋষিরাজ যেথা লয়ে যান।

সত্যভামা। হে দেবর্ষি !
এই পড়িলাম তব পদতলে।
দেখি, অবলারে বধ নাহি করি
কেমনে যাইতে পার ?
ভুলায়ে লইতে চাও অন্ধের নয়ন,
কৃপণের ধন ?
তুচ্ছ কাচখণ্ড দিয়া
কাঞ্চন হরিতে চাহ ?
তিন লোকে তব অতুল প্রতাপ,

নিজে দেবরাজ আজ্ঞাকারী তব,—
কিসের অভাব তব ?
রূপবান গুণবান দাস যদি চাহ
যত চাও দিব ।
কিম্বা ইচ্ছা যদি হয়,
প্রভু সনে লয়ে যাও মোরে
দাসী হয়ে সেবিব চরণ ।
কিন্তু কেন বল দেখি
দলিয়া চলিয়া যেতে চাও
অবলার প্রাণ ?
বিন্দুমাত্র দয়া নাহি হয় ?
দয়া কর, দয়া কর, হে ঠাকুর !
ভিক্ষা দেহ পতিরে আমার ।

রুক্মিণী । হে নিঠুর ! জান নাকি বারিবিন্দু বিনা
নাহি বাঁচে চাতকের প্রাণ ?
জল বিনা মীন নাহি বাঁচে ?
পতি বিনা সতী নারী নাহি ধরে দেহ ?
যদি জগন্নাথে ছেড়ে নাহি দাও,
স্থির জেনো, মোরা সবে যাইব পশ্চাতে
কোন বাধা মানিব না ।

(জনৈক রাজপুরুষের প্রবেশ)

রাজপুরুষ । ঋষিরাজ, নগরের সমস্ত লোক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা

রাজপুরীর প্রধান তোরণে একত্রিত হয়েছে। সবাই বলছে তারা মহারাজের সঙ্গে যাবে।

পুরবাসীগণ। অবশ্য যেতে হবে, নইলে আমরা কেমন করে প্রাণধারণ করব?

নারদ। বার বার সবাকার মুখে
ঐ এক কথা! কারু কথা শুনিব না।
বলুক যে যাহা মনে লয়,
মোর তাহে কিবা আসে যায়?
আর তিল মাত্র দেরী না করিব—
চলহে মাধব, কাল বয়ে যায়।

সত্যভামা। এই যদি ছিল তব মনে,
কেন মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়াছিলে
হীনমতি অবলায়?
শুনিয়াছি তব মুখে,
করেছিলা ব্রতরাজ পুলোমানন্দিনী,
উমা মহেশ-ঘরণী, স্বাহা অগ্নি-প্রিয়া—
কেন তুমি নাও নাই পতি তাহাদের?
কোন ভাগ্যবলে ভুঞ্জে তারা
অবিচ্ছেদে মিলিত জীবন?

নারদ। এ প্রশ্ন করিতে পার। শোন।—
পার্ব্বতীর পতি মহেশ্বর,
উন্মাদ সে দিগম্বর নাচিয়া বেড়ায়

শ্মশানে মশানে,
ভূত প্রেত লয়ে নিত্য করে কেলি,
ভস্ম মাখে গায়,
হাড়মালা দোলায় গলায়,
ফণাধর ভূষণ তাহার,
শিরে ধরে জাহ্নবীর স্রোতঃ,
ধক্ ধক্ জলে বহ্নি নয়নের কোণে,—
তারে লয়ে আমি কি করিব ?
তাই পরিত্যাগ করিনু তাহারে।
স্বাহা দেবী দিলা দান পতি হুতাশনে-
তেজঃ তার অতি ভয়ঙ্কর,
দগ্ধ করে পরশনে ;
বুভুক্ষার পূর্ণ অবতার,
যজ্ঞভাগে তৃপ্ত নাহি হয়,
ঘৃতপানে বাড়ে শুধু ক্ষুধা
খাদ্যাখাদ্য নাহিক বিচার,
লক্ লক্ লেলিহান রসনা বিস্তারি
সকলই খাইতে চায়—
তারে লয়ে কি করিব আমি ?
অগত্যা ত্যজিত হ'ল।
পুরন্দরে স্বর্গাধিপ সৃজিলেন ধাতা,—
সুখের দুলাল

দুঃখের বারতা নাহি জানে।
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, রথ অনুপম
দ্রুতগামী মনোরথ হ'তে,—
নিত্য তাহে চড়িয়া বেড়ায়,
সুধপান করে নিরবধি,
সদাই বিলাসে মত্ত অপ্সরার সনে,—
তারে লয়ে কোন কার্য্য হইবে সাধন ?
অবহেলে তাই না লইনু।
তথাপি সে সম্পত্তি আমার,
স্বর্গে আছে আমার হইয়া।
তব পতি নহে সেই মত।
নবঘন-শ্যাম-কায়, সুন্দর, সুঠাম,
হেন রূপ দেখি নাই কভু—
গুণে তার নারে দিতে সীমা
বেদব্যাস,—করুণার অমৃত পয়োধি,
অগতির গতি, দীনের আশ্রয়।—
কত যুগ ধ্যান করি পাই নাই যারে,
ভাগ্যবশে আজ পাইয়াছি,—
আর কি ছাড়িতে পারি ?
সাথে লয়ে ভ্রমিব জগতে,
নিশি দিন নয়নে হেরিব,
অনন্ত অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।

হায় নারী! নিজে তুমি ভাণ্ডর মাণিক
অনায়াসে ফেলিয়া অতলে
খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতি করিলে কামনা;
ঘরে তব কৃষ্ণ গুণনিধি,
গতি মুক্তি শ্রীপদ যাঁহার,
তাঁর বিনিময়ে ব্রতফলে দিলে মন!—
এবে কেন দোষ দাও মোরে?
নারী বটে এমনি অবুঝ।

সত্যভামা। হে নাথ! জীবিত বল্লভ!
আর জ্বালা সহিতে না পারি।
সন্তাপে দহিছে মনঃপ্রাণ,
অহমিকা কোটী বিষধর সম
করিছে দংশন,—
কহে সবে,
তুমি তাপিতের চির শান্তিদাতা,—
তাই তব পদে লইনু শরণ—
যাহা ইচ্ছা কর, রাখ কিম্বা মার,
খেদ নাহি করি।
হে গোবিন্দ! বুঝি উপস্থিত অন্তিম সময়—
শ্রীচরণে করোনা বঞ্চিত।

(মূর্চ্ছা)

নারীগণ। হায় হায় কি হল! বুঝি দেবী আর নাই।

সত্যভামা! সত্যভামা! —

রুক্মিণী। হায় মুণি! নারীবধ করিলে হে শেষে!
ভাল করিয়াছ—
কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে।
কার্য্য তব সুসম্পন্ন করে যাও,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
যাবৎ না ত্যজি প্রাণ আমরা সকলে।

সাত্যকী। আর তো সহে না।
জগন্নাথ! দেহ অনুমতি—
হই ভস্ম হব, তবু আজি
মুণিরে বধিয়া জুড়াইব জ্বালা।

প্রদ্যুম্ন। হে মুরারি! কত আর সব?
ধৈর্য্য আর কতই ধরিব?

স্থির হও, স্থির হও।
হে নারদ! কেমনে কঠিন হলে?
ছাড় মায়া,
দেখ, সতী বুঝি ত্যজিল পরাণ।

নারদ। দর্পহারী শ্রীমধুসূদন!
তব কার্য্যে হয়েছি কঠিন।
নাহি ভয়, মন্ত্রঃপূত এই বারি
সঞ্জীবিত করিবে এখনি। (সলিল-সিঞ্চন)
চল যাই বাহির [illegible]
করিব কর্ত্তব্য যাহা হয়।

(পুরুষগণের প্রস্থান,—সত্যভামার মূর্চ্ছাভঙ্গ)
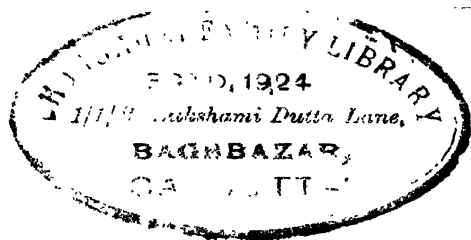
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—কক্ষ।

রুক্মিণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ ও সত্যভামা।

সত্যভামা। গীত।

কে হরে নিলরে মম হৃদয়-নিধি,
মম আঁখির তারা, মাথার মণি—
শুকাল সুখের ভরা নদী!
কে হানিল কঠিন শেল?—
পরাণ ভাঙ্গিয়া, মরম রাঙ্গিয়া
চরণে দলিয়া গেল!
কেন রহিল জাগরণ দীপ নিভিল যদি!

রুক্মিণী। স্থির হও বোন, ধৈর্য্য ধর।
চল যাই বাহির অঙ্গনে,
দেখি কোথা জগন্নাথ।

শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণ। গীত।

আমরা চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি আলোকে নিরখি নিরখি
তোমারি সাথে সাথে।
অসিধারা আসে নেমে,
গরজে অশনি, প্রলয়-ঝঞ্ঝা,
রহিতে কি পারি থেমে ?
নাহি ভয়, নাহি ভয়, গাহ জয়! গাহ জয়!
গভীর রাত্রি, এসগো যাত্রী, ধরে চল হাতে হাতে॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বহিরঙ্গন—চারিদিক পত্র-পুষ্প-পতাকায় সুসজ্জিত
ব্রাহ্মণগণ, পুরবাসীগণ, নাগরিকগণ, রাজপুরুষগণ, নারীগণ
প্রভৃতি যথাস্থানে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান। অঙ্গনের
একপার্শ্বে স্বর্ণ নির্ম্মিত বৃহৎ তুলাযন্ত্র স্থাপিত।
শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণপূর্ব্বক নারদ ও তৎপশ্চাৎ সত্যভামা
রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ, উদ্ধব, সাত্যকী শ্রীকৃষ্ণের
পুত্রগণ, প্রভৃতি দণ্ডায়মান।

নারদ। স্থির হও দেবী, সম্বর রোদন।
জানিতাম ধরাতলে মহৎ যে হয়,
দীনজনে করে সেই দান।

হীনজন কভু নাহি পারে
দরিদ্রের বাসনা পূরাতে।
আজি ঘুচিল সে ভ্রম।
ভেবেছিনু ধরাতলে মহীয়সী তুমি
পতি যার
ত্রিলোক-পূজিত রাজরাজেশ্বর ;—
দীনদপি দীন আমি,—
যুগ যুগ ধরি যেই ধন মাগি
ফিরিলাম দেশদেশান্তর,
বুঝি আজি মিলাইল বিধি ;—
কিন্তু হায়! ভাগ্য মোর বাদী হল তায়!
নহে কেন দেবী সত্যভামা
ভুলিয়া সে মহতের রীতি
কাঁদিয়া আকুল আজি
ভিখারীর প্রাণধন তরে!
বুঝি মিথ্যা নহে লোকে যাহা কয়—
অতি ক্ষুদ্র নারীর পরাণ।
কিন্তু ভাবি মাতা, হেন ব্রতদান
হেন জন কি কারণ করে আকিঞ্চন?
উপযুক্ত দান দিতে নাহিক শকতি,
আছে শুধু ব্রতফলে মন?—
পঙ্গু যথা চায়

হিমাচল করিতে লঙ্ঘন,
খদ্যোত হইতে চাহে চন্দ্রের সমান!
রসহীন তরু সম তপস্বী ব্রাহ্মণ
সত্য আমি। কিন্তু নারীর রোদন
সহিতে না পারি। শুন মাতা—
বল্লভে তোমার দিব ফিরাইয়া;
কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরিলে
অবশ্য হইবে তুমি পাপের ভাজন।
তাই করিয়াছি উপায় নির্ণয়।
হের, এই তুলাযন্ত্র আমার আদেশে
পুত্র তব করিল নির্ম্মাণ।
একপার্শ্বে বসাইয়ে পতিরে তোমার
অন্যপার্শ্বে দেহ ধন কাঞ্চন রতন—
সমতুল দিতে যদি পার বিনিময়,
অধিকার ত্যজিব আপন—
ধন লয়ে জগন্নাথে বিক্রয় করিব।
কিন্তু সাবধান,
মম বাক্য নাহি হবে আন—
চাহি সমতুল ধন,
এক চুল কম নাহি লব।

(সকলের প্রতি)—

হে জননী! পুরবাসী জন!

কর অবধান সবে যে আছ যেথায় —
সবাকার মিনতি রাখিতে
আমি দেবর্ষি নারদ
করিতেছি বাক্যদান—
ইচ্ছা যার হয়
ধন দানে মাধবে মোচন কর,—
অন্যথায় লয়ে যাব তাঁরে
কোন কথা না শুনিব আর।

উদ্ধব। হে মুণি! হে মুণি!—

নারদ। স্তব্ধ হও, তোমারে জিজ্ঞাসি নাই কিছু।

শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ!

নারদ। যাদবেন্দ্র! জানি তুমি অতীব চতুর,
কিন্তু চতুরালি না খাটিবে
নারদের পাশে।
পণে বদ্ধ আছ তুমি—অনুমতি বিনা
কথা না কহিবে—মনে নাই?
এত শীঘ্র কেন বিস্মরণ?
শুন প্রভু আদেশ আমার—
বিনা বাক্য ব্যয়ে
অবিলম্বে তুলাযন্ত্রে হও অধিষ্ঠিত।

(শ্রীকৃষ্ণকে তুলাযন্ত্রের একপার্শ্বে বসাইয়া দিলেন)

রুক্মিণী। হে ঠাকুর! দিলে প্রাণদান,
নহে নারীবধ লাগিত তোমায়।
হের এই ষোড়শ সহস্র নারী
পুরাঙ্গনা যত চাহিছে তোমার প্রাণে
কৃতজ্ঞ নয়নে;
পৌরজন আনন্দিত অতি,
পরস্পরে করিছে কীর্ত্তন
তোমার মহিমা।
লহ ধন যত ইচ্ছা হয়,
খেদ নাহি করি—
প্রাণধনে ফিরে পাব—
কোন কাজ অতি তুচ্ছ পার্থিব রতনে?
(সত্যভামার প্রতি)
প্রাণের ভগিনী! কেন বিষাদিত আর?
হৃষ্টচিত্তে করহ পালন
মুনির আদেশে।

সত্যভামা। মুনিবর! লহ যত রত্নরাজি
কাঞ্চন ভূষণ যাহা কিছু আছে।
পুত্রগণ!
স্বরা যাহ মন্দিরে আমার—
সুবর্ণ-রচিত মাণিক্য-খচিত
যাহা কিছু পাও

শীঘ্র আনি তুলাযন্ত্রে করহ স্থাপন।
প্রয়োজন যদি হয়,
কনকের পালঙ্ক ভাঙ্গিয়া
তৈজষ তুলিয়া আন,
মন্দিরের চূড়া হতে
খুলে লও স্নবর্ণ কলস,—
যত চাহে মুণিবর
ধনরত্ন তত কর দান,
আকাঙ্খা পূরাও তাঁর।

(শাম্ব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রস্থান—ভারে ভারে ধনরত্ন আনীত হইয়া তুলাযন্ত্রে স্থাপিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্যের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন—নারদ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তুলাযন্ত্রের দিকে চাহিয়া আছেন ও মাঝে মাঝে কুটীল কটাক্ষে সত্যভামা ও অন্যান্য নারীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন)

সাত্যকী। (নিজ বলয় কঙ্কনাদি উন্মোচন করিতে করিতে)
রাজরাজেশ্বর! কি আছে আমার?
তব বিনিময়ে কি দিব হে আমি?
নিতান্ত তোমারই দাস আমি,
চিরদিন আজ্ঞা তব করেছি পালন
সেই ভাগ্য করিহে কামনা, অন্য ভাগ্য নাহি চাই।
দয়া যদি হয় মম দাস্য করহ গ্রহণ।

প্রদ্যুম্ন। হে রাজেন্দ্র! পিতৃদেব! কায়মনঃপ্রাণ,
আমার যা কিছু আছে বলিতে আপন,
করিলাম নিবেদন ওই রাঙা পায়।
দয়া কর, লহ দীনের অঞ্জলী,—
তনয়ে করোনা পরিত্যাগ।

(এতক্ষণে তুলাযন্ত্রের একপার্শ্বে ধনরত্ন স্তূপীকৃত হইতেছে—
তথাপি সেদিক নামিতেছে না—ভয়ে ভাবনায় রুক্মিণী
সত্যভামা প্রভৃতির মুখ শুষ্ক হইয়াছে—তাহারা
পরস্পর অস্ফুট স্বরে কথোপকথন করিতেছে)

(শাম্ব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রবেশ)

শাম্ব। শূন্য মাতা তোমার মন্দির,
আর ধন নাই।

সত্যভামা। হায় হায়! কি করি উপায়?
পর্ব্বত প্রমাণ ধনরত্ন রাজি
অর্পিলাম তুলা যন্ত্রে,
কিছু ফল না হইল তায়?
ছি ছি ছি! শত ধিক মোরে!
তুচ্ছ ধন দানে ঘুচাতে নারিনু
পতির বন্ধন! কোন লাজে
দেখাইব মুখ? কেমনে বা
ধরিব জীবন? এ হতে মরণ শ্রেয়ঃ।

নারদ। ত্বরা কর, ত্বরা কর মাতা,
বিলম্ব না সহে আর।

রুক্মিণী। চিন্তাকুলা কিহেতু ভগিনী?
আরো বহু ধন আছে অন্তঃপুরে।
প্রভু কার্য্যে নাহি ভেদ তোমায় আমায়।
প্রদ্যুম্ন! যাও ত্বরা
আমার মন্দির হতে
আন ধন যা আছে সেথায়।

জাম্ববতী। (শাম্বের প্রতি)
পুত্র! কার মুখ চাহ আর?
আদেশের অপেক্ষা কি হেতু?
ধনদানে পিতার উদ্ধার
করিতে নারিবে? যাও ত্বরা,
আমার মন্দির হতে আন
যাহা কিছু আছে।

কালিন্দী। মোরা সবে তোমাদের কনিষ্ঠা ভগিনী,
ধন লয়ে মোরা কি করিব?
লহ দেবী আমাদেরো যাহা কিছু আছে।

সকলে। সাধু সাধু!

রুক্মিণী। তাই হোক। যাও পুত্রগণ,
আন ধন অন্তঃপুর হতে
যেথানে যা আছে।

অধিকার, না কর বিচার,

ত্বরা কর, বিলম্বে অধীর মুনিবর।

(প্রদ্যুম্ন ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রগণের প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! হইয়াছে ক্ষুধার উদ্রেক—

নারদ। শুনিতে চাহিনা।

(সত্যভামার প্রতি)—

এই ধনে এত অহঙ্কার!

আপনার না হল শকতি,

সতিনীর ধন লয়ে পতির উদ্ধার!

ভাল, দেখা যাক,—

যাহা আছে আন ত্বরা করে!

অত্যধিক পতিসৌভাগ্যে হইয়া গর্ব্বিতা

যে সতিনীগণে হেলায় উপেক্ষি মাতা,

পতিভাগে বঞ্চিতা করিতেছিলে—

যাহাদের বিন্দুমাত্র পতি সঙ্গ সুখ

কণ্টকের ন্যায় বিঁধেছিল চিত্তে তব,—

যাহে হিতাহিত জ্ঞান শূন্যা হয়ে

ব্রতরাজ করিলে মানস—

সেই সতীনীর ধন লয়ে

পতির উদ্ধার!

সত্যভামা। (স্বগত)—
হায় নারী! জ্ঞানহীনা বিমূঢ়া গর্ব্বিতা,
এই তোর উপযুক্ত প্রতিফল।

(ভারে ভারে ধন আনীত হইয়া তুলাযন্ত্রে স্থাপিত হইতেছে কিন্তু কোন ফল হইতেছে না)

উদ্ধব। নমো নমো হে বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর
অনাদি মহান! মায়ামোহ কর দূর,
নিত্য শুদ্ধ জ্যোতিরূপে তমো কর নাশ।
ভুল ভুল—সত্য ভুলে
ডুবে আছি মিথ্যার সাগরে
তুমি বিনা কে করিবে পার?

নারদ। কই, কত ধন আর আছে অন্তঃপুরে?
মাতা! সতীনীর অনুগ্রহ-দত্ত ধন,
তাও কি ফুরায়ে এল?

রুক্মিণী। বুঝি আজি ঘটে পরমাদ।
হেন অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক অঘটন
দেখি নাই, শুনি নাই কভু!
অন্তঃপুরে যাহা ছিল সুবর্ণ রতন
বুঝি হয়ে এলো শেষ,
তুলাযন্ত্র টলিল না তবু।

জাম্বুবতী। একি দেবর্ষির মায়া? কিম্বা
কপটের শিরোমণি করেন ছলনা?
হায় নাথ! এত ছলা নারীরে কাঁদাতে!
তুমি যদি লজ্জা দিবে নিজ দাসীজনে
কে করিবে লজ্জা নিবারণ?

নারদ। ত্বরা কর, ত্বরা কর মাতা।

কালিন্দী। (রুক্মিণীর প্রতি)
কি উপায় হবে দিদি?
এ বিপদ কে করে ভঞ্জন?

রুক্মিণী। অখিলের বিপদ ভঞ্জন
লজ্জা নিবারণ ওই তব পতি—
কিসের ভাবনা সতী?
পতি-পদে রাখ মতি স্থির—
অগতির গতি তিনি।

(প্রদ্যুম্ন ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্রগণের পুনঃ প্রবেশ)

প্রদ্যুম্ন। মাতা, আর ধন নাহি অন্তঃপুরে।

নারদ। বিলম্ব না সয়—ত্বরা কর মাতা!

সাত্যকী। কুমার! তুমি নিজে
তুলা-যন্ত্র করেছ নির্ম্মাণ?
নিজহস্তে করেছ স্থাপন?

প্রদ্যুম্ন।। করিয়াছি।

তুলাযন্ত্রে নাহি কিছু ভেদ।

১ম নাগরিক।

একি আশ্চর্য্য! এরূপ অদ্ভুত ঘটনা তো কখনো দেখিনি! এত স্বর্ণ মণিমাণিক্যাদি স্তূপীকৃত হয়েছে তথাপি যদুপতির সমতুল হচ্ছে না!

২য় নাগরিক।

মুণি নিশ্চয় মায়া করেছে। নইলে এমন কি কখনো হতে পারে? একটা মানুষের ওজন বইতো নয়। কতই আর হবে? শুধু সোণা যা দিয়েছে তাই দশটা মানুষের ওজন কি আরও বেশী।

প্রদ্যুম্ন। মুক্ত কর রাজার ভাণ্ডার,
রাজকোষে যত আছে কাঞ্চন রতন
সব আন—দেখি পারি কিম্বা হারি।
মন্ত্রীবর! দেহ অনুমতি।

উদ্ধব। তাই কর, ইচ্ছা যদি হয়।

প্রদ্যুম্ন। যাও ভাইসব! আন ধন
রাজকোষ হ'তে।

(শাম্ব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের প্রস্থান)

নারদ। ত্বরা কর, হে কুমার! ত্বরা কর,
বিলম্ব করিতে নারি,
দেবপুরে যাইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ! ক্লান্ত আমি,
নিদ্রা পাইতেছে।

নারদ। জানি।

সত্যভামা। দর্পহারী শ্রীমধুসূদন!
তব গর্ব্বে ছিনু গরবিনী,
সোহাগিনী তোমার সোহাগে।
ভাল করিয়াছ,
অহঙ্কার চূর্ণ করে দেছ।
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি প্রভু
কত দীনা শক্তিহীনা আমি।
এবে অকূলে করহ ত্রাণ,
দয়া কর রাখ পায় দাসীরে তোমার।

রুক্মিণী। (স্বগত) নারায়ণ! অখিলের স্বামী!
বিপদ সম্পদ সকলি তোমার।
তুমি যদি ফেলিয়াছ দায়,
তব দায় করিতে মোচন!
মোরা ক্ষুদ্র তৃণ সম
স্রোতোমুখে নিত্য ভেসে যাই,
তুমি হৃদিস্থিত হৃষিকেশ
প্রবেশিয়া জ্ঞান বুদ্ধি মনে
যা করাও তাই করি—

সে কর্ম্ম তোমার,
মোরা শুধু করি অহঙ্কার।
তব কর্ম্ম তুমি জান—
পার কর কিম্বা নাহি কর
যে ইচ্ছা তোমার।

সাত্যকী। নিশ্চয় এ দেবর্ষির মায়া।
নহে হেন অঘটন কভু কি সম্ভব ?
ধন যদি চাহে মুনি মায়া কেন করে ?
বুঝি অতি লোভী,
তাই অধিক কামনা করে।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে
উপযুক্ত শিক্ষা করি দান।
কিন্তু ভয় হয়, অতিথি—তাহে দেবর্ষি।

(পুনর্ব্বার ধন আসিতেছে—ফল পূর্ব্ববৎ)

মধুকর। গীত।

মিলেছে কি পাগলের মেলা !
ওরা ভারে ভারে আনছে বয়ে সোনা ডেলা ডেলা !
ওরে ! কত সোনা আছে ঘরে ?
মাণিক রতন কতই ওরে ?
পাগল বলে সাগর জলে ডুব দেনা রে এই বেলা,

দেখ্ পাস যদিরে সেই মাণিক

যার আলোকে ধরা উজলা॥

(শাম্ব প্রভৃতি কৃষ্ণের পুত্রগণের প্রবেশ)

শাম্ব। আর কিছু নাহি রাজকোষে।

সত্যভামা। গেল, গেল, সব গেল!

মম পাপে মম অহঙ্কারে

সর্ব্বনাশ ঘটিল এবার!

প্রদ্যুম্ন। সাত্যকী! অতঃপর কি করিবে?—(মূক কথোপকথন)

নারদ। বল মাতা, আর কিছু আছে?

হে সাত্যকী! শূন্য রাজকোষ—

একি! অধোমুখে নিরুত্তর কেন?

রুক্মিণী। দেবর্ষি!—

নারদ। স্তব্ধ হও। অনুরোধ না রাখিব কারু।

পার যদি

ধনদানে মুক্ত কর পতিরে তোমার।

সত্যভামা। ঋষিরাজ! কত আর করিবে দুর্গতি?

কত পাপ করিয়াছি আমি?

নারদ। রোদন করিতে শুধু পার।

পতির উদ্ধারে সমতুল

তুচ্ছ স্বর্ণ দিতে নাহিক শকতি,

আছে শুধু অহঙ্কার পর্ব্বত প্রমাণ,

আঁখি ভরা আছে অশ্রুজল !
তোমার দুর্গতি তুমি নিজে করিয়াছ,
আমার কি দোষ ?
নাঃ, আঁখি জলে ভুলিব না আমি ।
আর কেন, এসো মহারাজ,
চল মোর সাথে,
যেতে হবে যথা লয়ে যাব ।

(হস্ত ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তুলাযন্ত্র হইতে নামাইতে গেল)

রুক্মিণী । মুণিবর ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ।

নারদ । কেন ? আরো কিছু আছে নাকি ?
রত্ন চাই আমি, রত্নের ভিখারী,—
কৃষ্ণের সমান রত্ন যদি দিতে পার
এখনি ত্যজিব মাতা হাসিমুখে
পতিরে তোমার ।

রুক্মিণী । হে উদ্ধব ! সচিব ধীমান !
তোমা সম জ্ঞানবান নাহি এই পুরে ।
নিজে যদুপতি নিত্য
তব সনে যাচেন মন্ত্রণা,
তব বাক্য না করেন আন ।
একে ক্ষীণবুদ্ধি মোরা নারী, তাহে
জ্ঞান লোপ হইয়াছে আমা সবাকার ।

এ বিপদে না দেখি উপায়,
তাই তব যাচি উপদেশ—
বল কি করিব,
কেমনে পাইব পরিত্রাণ?
কোথা পাব ধনরত্ন
কৃষ্ণ সমতুল?
হে প্রধান! কেন নিরুত্তর?
জ্ঞানদৃষ্টি তোমারও কি লুপ্ত হয়ে এলো?
তোমা বিদ্যমানে
সত্যই কি যদুপতি ভিখারীর বেশে
হইবেন দেবর্ষির অনুগামী?
যদুকুল ধ্বংশ হয়ে যাবে?
বালবৃদ্ধনারী
মনস্তাপে ত্যজিবে পরাণ?
দ্বিতীয় ত্রিদিব সম ধনধান্যে ভরা
এ দ্বারকাপুরী
সত্যই কি হইবে শ্মশান?
কোন মতে রক্ষা নাহি পাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। হে নারদ!

নারদ। প্রভো! প্রভু ব্যস্ত, কেন?
কার্য্যকালে নারদের ভুল নাহি হয়।
কি হেতু বিলম্ব আর আজ্ঞা?

দেহ অনুমতি,
যাই আমি মাধবে লইয়ে।

রুক্মিণী। উদ্ধব!—

উদ্ধব শুন মাতা, জ্ঞানবুদ্ধি কিছু নাহি মোর।
জ্ঞানের অনন্ত সিন্ধু হতে
বিন্দুমাত্র করেছিনু লাভ,
মনে হয় মোহ মদিরায় ভুলে
তাও হারায়েছি;
একৈক বিশ্ব যাঁর প্রতি রোমকূপে,
যিনি বিশ্বম্ভর পূর্ণ পুরুষ-প্রধান,
সৃষ্টি মাঝে হেন কি রতন আছে
হবে তাঁর তুল?

নারদ। রত্ন দাও, রত্ন দাও মাতা—
অন্য কিছু নাহি লব।
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য রত্ন চা'হ আমি।

সত্যভামা। ওঃ!

মধুকর। গীত।

ওমা! রতন খুঁজে বেড়াও কোন খানে?
তোমার আঁধার ঘরে মাণিক জ্বলে অমল উজল কিরণে।
সে যে কালোমাণিক—(অমূল অতুল কালোমাণিক—)
(তার তুলনা নাই তুলনা নাই, সে কালোমাণিক—)
(সে সাধন খনির নীলকান্তমণি—) কোথায় পাবে তার সমতুল?

নামটী যে তার সবার বড়, দাওনা কেন সেই রতনে ॥

(এনে দাও মা ! দাও মা !) যে নামের তরে জগৎ পাগল

সেই নামটী দাও মা ॥

নারদ। সাধু ! মধুকর, সাধু !

উদ্ধব। ঠিক বটে ঠিক,

জাগিতেছে স্মৃতিপটে এক মহাবাণী,

বহুবার শুনিয়াছি যাহা

প্রভুর শ্রীমুখে।

শুন মাতা সেই বাণী—

কৃষ্ণ হতে কৃষ্ণ নাম বড়,

তার বড় নাহি কিছু এ সংসারে।

চিন্তা পরিহর মাতা।

সাত্যকী। ধনরত্ন টেনে ফেল দূরে।

(সাত্যকীর তথাকরণ)

হের সবে নামের প্রভাব—

এই তুলসীর দামে লিখিলাম

জগতের সারভূত মহারত্ন,

দ্বি-অক্ষর মন্ত্র 'কৃষ্ণ' নাম—

স্থাপন করহ তুলে—

(সাত্যকী তুলসীপত্র তুলে স্থাপন করিল—সেই দিক ভারি হইল—শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন)

.ব। জয় জগন্নাথ ! জয় জগন্নাথ !

আয়েন আলি (কোলে বাজার)
ভূপেন রায় (দমদম) ।০
আবদুল সালাম (শিয়ালদহ)
শীতলচন্দ্র মালিক (")
হরনাথবাবু (কাঁচড়াপাড়া) ১৲
আলি জান (দিলখোস ষ্ট্রীট) ২৲
নবকুমার পাত্র (শিয়ালদহ) ৷৷০
ব্যানার্জি দা (") ১৲
বিনয় দা (") ১৲
দিজেন বসাক (") ১৲

শ্রীরঞ্জিত বসু কর্ত্তৃক আদায়

অমূল্যকৃষ্ণ সিংহ (ভবানীপুর) ২৲
পরেশচন্দ্র সাহা (দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট) ১৲
দেবরাণী বসু (বিডন রো) ১৲
জীতেন মিত্র (পাইকপাড়া)
ভূপেন ভট্টাচার্য্য (দক্ষিণেশ্বর) ২৲
বিপিন গুপ্ত (বম্বে) ৫৲
রঘুনাথ সেন (তালতলা) ১৲
সুকুমার বসু (বোসপাড়া লেন) ১৲
কুমার মিত্র (বরানগর) ১৲
[illegible]

দেবকুমার বসু (সিকদার বাগান) ২৲
মৃদুলা ঘোষ (বরানগর)
প্রলয় মিত্র (নারিকেল ডাঙ্গা) ১৲
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (কার্ত্তিক বসু লেন) ২৲
মদন মিত্র (ভবাণীপুর) ১৲
ধীরেন বসু (বিডন রো) ৩৲
জনৈক ভদ্রলোক (রামধন মিত্র লেন) ১৲

অনন্ত মান্না কর্ত্তৃক আদায়

খগেন্দ্রনাথ দাস (নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট) ১৲
রঘুনাথ জানা (মাইকেল দত্ত ষ্ট্রীট) ৷৷০
রঙ্গেশ রায় (বহুবাজার ষ্ট্রীট) ।০
অনুপম রায় (নিমতলা লেন) ৷৷০
দেবব্রত মল্লিক ৷৷০
জীবনধন মজুমদার (হাওড়া) ।০
অজয়কুমার পালিত (ডোবার লেন) ৷৷০
মঃ জ্যাকেরিয়া (বীরভূম) ।০
মাখন বাড়লি (মুর্শিদাবাদ) ৷৷০

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক আদায়

বি, কে, গোস্বামী
(৩।২, বি. টি, রোড) ১৲

ললিতমোহন নন্দী
(কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) ১৲

রঘুনাথ দাস (”) ১৲
অজিতকুমার বসু (”) ১৲
গোপালচন্দ্র সামন্ত (”) ১৲
সুকুমার সরকার (”) ১৲
রাসবিহারী রায় (”) ১৲
জগদীশচন্দ্র দে (”) ।০
সুধীরকুমার নন্দী (”) ।০
নিতাইচন্দ্র মল্লিক (”) ॥০
গোবিন্দলাল দত্ত (”) ॥০
কৃষ্ণকান্ত দে (”) ॥০
বিমলকুমার মিত্র (”) ॥০
শৈলেনকুমার সুর (”) ॥০
বিভূতি ভট্টাচার্য্য (”) ॥০
সুবোধকুমার ঘোষ (”) ॥০
হরনারায়ণ বসাক (”) ॥০
গোবিন্দলাল সাউ (”) ১৲
গোপাল বল্লভ (”)
[illegible] (”) ॥০

সুনিতকুমার মুখার্জ্জী (”)
ভোলানাথ দত্ত ( )
পতিতপাবন শেঠ (
কাশীনাথ দত্ত (২৲

শ্রীবিপুল সেন কর্ত্তৃক আদায়

শ্রীসন্তোষ মিত্র কর্ত্তৃক আদায়

নমিতা ৲
নরেশ ঘোষ (U. L. A.) ১৲
দীন মাধব রায় ( ) ১৲
বটকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (

সুধীর রায়	(U. L. A.)	২৲
অশোক ব্যানার্জি	)	২৲
প্রবোধ মিত্র	(")	১৲
গোলক মল্লিক	)	
বিজয় মুখার্জি	)	১৲
সুরেশচন্দ্র বাসু	(")	
এ, কে, রায়	(")	১৲
Mr. Viswanathan	( )	1/-
Mr. V. P. Ramani	( )	2/-
অমল ঘোষ	(U. L. A.)	২৲
পি, কে, মুখার্জি	(")	১৲
G. Ranganath	(Lake Terrace)	5/-
জে, এন, মুখার্জি	(ষ্ট্রাণ্ড রোড)	১৫৲
শিবপ্রসাদ মুখার্জি	(কোন্নগর)	২৲
এস, কে, সিংহ		২৲
পি, কে, মণ্ডল	U. L. A.	
এল, কে, বসু	(")	১৲
সুরেশ ব্যানার্জি	(")	

গ্লোব নার্শারী কর্ত্তৃক আদায়

বিভূতি ভূষণ দাস
শ্যাম গুছাইত ১০৲
অর্জুন রাউত ৩৲
জীবনচন্দ্র দাস
শরৎচন্দ্র দাস (উল্টাডাঙ্গা) ৬৲
পুলিন বিহারী দত্ত (শুকদেবপুর) ১৫৲
খগেন্দ্র গাইন (মহামায়াপুর) ১৫৲
অক্ষয় মণ্ডল (গোবরা) ১০৲
নন্দলাল কুণ্ডু (কারমাটা) ৫৲
হরিহর প্রেস (বেনিয়াটোলা) ২৲
গুপ্ত প্রেস (") ২৲
তারাচরণ দাস এণ্ড সন্স (আহিরীটোলা) ২৲
নিতাই মাইতি (পাথরবেরিয়া) ১৺৲
পাইওনিয়ার ওয়াচ কোং ৲
চণ্ডীচরণ সামন্ত ৲
শ্যামবাজার পুস্তকালয় ১৲
ননীগোপাল গিরি ১৲
গৌরচন্দ্র দাস (শ্রীরামপুর) ১॥০
গোপাল বল্লভ (") ॥০
এ লাহিড়ী এণ্ড কোং ২৲
অক্ষয় লাইব্রেরী (গরাণহাটা) ৫৲
মতিলাল মণ্ডল (সকদেবপুর) ১৲
ইম্পিরিয়াল নার্শারী ৫৲
"বিশ্বামিত্র" ৪৲
সেণ্ট্রাল পাবলিশিং সার্ভিস ২৲
গৌরহরি সাহা এণ্ড কোং ২৲
মণ্ডল নার্শারী ৩৲
কার্ডবোর্ড বক্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং ৫৲
দয়ালহরি পাল (বেহালা) ১৲

বিবিধ

হাবুলচন্দ্র দাস (কুমারটুলি) ৫৲
সুকুমার দত্ত (কীর্তি মিত্র লেন) ১০৲
ফটো প্যালেস (যঃ মোঃ এভিন্যু)
সাক্ষীগোপাল বসাক (হরিঘোষ ষ্ট্রীট)
ফণীন্দ্রনাথ মিল (অধর দাস লেন)
অজিতকুমার সাহা (বঁটে) ১৲
উপেন্দ্র প্রেস (হরিঘোষ ষ্ট্রীট) ৩৲